CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-221 ■ 13 May, 2026 ■ আগরতলা ১৩ মে, ২০২৬ ইং ■ ২৯ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

চলতি বছরের নিট-ইউজি পরীক্ষা

বাতিল করল এনটিএ, তদন্তে সিবিআই

নয়াদিল্লি, ১২ মে (আইএএনএস) ।। চলতি বছরের নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষা বাতিল করার ঘোষণা করল এনটিএ। মঙ্গলবার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, গত ৩ মে অনুষ্ঠিত মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসার পর কেন্দ্রীয় সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে গোটা ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সিবিআই।

এনটিএ সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে পাওয়া তথ্য খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় যে বর্তমান পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে বহাল রাখা সম্ভব নয়।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নিট-ইউজি ২০২৬ পুনরায় নেওয়া হবে। নতুন পরীক্ষার দিনক্ষণ পরে জানানো হবে। একইসঙ্গে নতুন অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশের সূচিও সরকারি মাধ্যমে ঘোষণা করা হবে। এনটিএ আরও জানিয়েছে, নতুন করে কোনও রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। আগের পরীক্ষার জন্য যে আবেদন, পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন এবং তথ্য জমা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলিই বহাল থাকবে। পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কোনও ফিও নেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে জমা দেওয়া পরীক্ষার ফি ফেরত দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে সংস্থা।

বিবৃতিতে এনটিএ বলেছে, "এই সিদ্ধান্ত পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে এবং জাতীয় পরীক্ষাব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা বজায় রাখার জন্য নেওয়া হয়েছে। পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অসুবিধা হবে, তা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হলে তার প্রভাব আরও গভীর হত।"

উল্লেখ্য, ৩ মে অনুষ্ঠিত নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার পর রাজস্থানে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ সামনে আসে। রাজস্থান বিশেষ অভিযান দল তদন্ত শুরু করে। তদন্তকারীরা একটি হাতে লেখা প্রশ্নপত্র উদ্ধার করেছেন বলে জানা গিয়েছে, যেখানে প্রায় ১২০টি প্রশ্ন আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে যায় বলে অভিযোগ। এর মধ্যে প্রায় ৯০টি জীববিজ্ঞান এবং ৩০টি রসায়নের প্রশ্ন ছিল।

এরপরই কেন্দ্র সরকার গোটা বিষয়টি সিবিআই তদন্তের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেয়। এনটিএ জানিয়েছে, তদন্তে প্রয়োজনীয় সব নথি ও তথ্য তারা সিবিআইকে সরবরাহ করবে।

দিল্লিতে বিক্ষোভ এনএসইউআই ও এবিভিপির, রাজ্যে এসএফআই

নয়াদিল্লি, ১২ মে (আইএএনএস)।। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) ৩ মে অনুষ্ঠিত নীট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষা বাতিল করার পর মঙ্গলবার দিল্লির একাধিক স্থানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ঘিরে ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন দেশের পরীক্ষাব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানায়।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, দেশের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনিয়মের ফলে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও পরিশ্রমের পর এমন ঘটনার জেরে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বলে দাবি তাদের।

বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীরা জানান, পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার অভিযোগ তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। অনেকেই বলেন, ২০২৪ সালের পর আবারও একই ধরনের ঘটনা ঘটায় পরীক্ষাব্যবস্থার উপর আস্থা নষ্ট হচ্ছে।

এদিকে, ছাত্র সংগঠনগুলিও এনটিএ এবং কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এনএসইউআই) দাবি করেছে, ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলির ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সাইবার সুরক্ষিত ভারত গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্র ঃ শাহ

নয়াদিল্লি, ১২ মে (আইএএনএস)।। সাইবার অপরাধ ও ডিজিটাল আর্থিক জালিয়াতি মোকাবিলায় বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (আই৪সি) এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইনোভেশন হাব (আরবিআইএইচ)-এর মধ্যে মঙ্গলবার একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই চুক্তির লক্ষ্য হল ব্যাঙ্কিং ও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থায় ব্যবহৃত 'মিউল অ্যাকাউন্ট' চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাইবারভিত্তিক আর্থিক প্রতারণা রোধে সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি লেখেন, সাইবার সুরক্ষিত ভারত গড়তে মোদী সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। মিউল অ্যাকাউন্ট সাইবার অপরাধ রোধে বড় বাধা। আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আই৪সি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইনোভেশন হাবের মধ্যে একটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাইবার জালিয়াতি মোকাবিলায় সহায়তা করবে। তিনি আরও জানান, আই৪সি-র 'সাসপেক্ট রেজিস্ট্রি' থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রতারণা শনাক্তকরণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এর ফলে গোপন মিউল অ্যাকাউন্ট দ্রুত শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হবে এবং নাগরিকদের জন্য এটি সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে পরবর্তী প্রজন্মের সুরক্ষা বলয় হিসেবে কাজ করবে।

চুক্তি অনুযায়ী, আই৪সি এবং আরবিআইএইচ যৌথভাবে মিউল অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য, সন্দেহভাজন শনাক্তকারী ডেটা এবং জালিয়াতির ঝুঁকি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান করবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে চালু থাকা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রতারণা শনাক্তকরণ ব্যবস্থা আরও উন্নত করা হবে।

আরবিআইএইচ এই ডেটাসেট ব্যবহার করে এআই-চালিত জালিয়াতি ঝুঁকি মূল্যায়ন মডেলকে আরও প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী করবে বলে জানানো হয়েছে। সরকারের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

মাদক মামলায় পাচারকারীর ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে ।। ধলাই জেলার আমবাসা জেলা ও দায়রা আদালত এক মাদক পাচারকারীকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে। দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির নাম শুভঙ্কর দেবনাথ (৩৫)। তিনি সিপাহিজলা জেলার ধনপুর এলাকার বাসিন্দা।

মঙ্গলবার আমবাসার জেলা ও দায়রা বিচারক আদালত এনডিপিএস আইনের ২১(সি), ২২(সি) ও ২৫ ধারায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে এই সাজা ঘোষণা করে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে আদালত জানিয়েছে।

এছাড়াও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ৩২৪(১) ধারায় ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা এবং ২৮১ ধারায় আরও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোটর যান আইনের ১৮৪ ধারায়ও তাঁকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের ১০ আগস্ট গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ একটি বলেরো গাড়িকে আটকানোর চেষ্টা করে। পুলিশি ধাওয়ার সময় চালক পালানোর চেষ্টা করলে চামলছড়া এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গাড়ি থেকে ৪৯টি সাবানের কেসের ভিতরে লুকিয়ে রাখা ৫৮৭.৫২ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং ৮০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়।

ঘটনায় শুভঙ্কর দেবনাথকে গ্রেফতার করা হলেও আরও দুই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। তদন্ত শেষে আমবাসা থানার সাব-ইন্সপেক্টর জয় থাপা ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর চার্জশিট জমা দেন। বিচার শেষে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করে।

শ্রমকোডের বিরোধীতায় বামেদের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / কাঠালিয়া, ১২ মে ।। **নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / কাঠালিয়া, ১২ মে** ।। শ্রম কোডের বিরোধিতায় এবং নয়ডা-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চলা শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে রাজ্যে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল সিআইটিইউ। দেশব্যাপী দাবি দিবসের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার আগরতলা শহরে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিন সিআইটিইউর উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক ও সংগঠনের সদস্যরা শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান তোলেন। পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিআইটিইউর নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলা শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়েই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের আনা শ্রম কোড শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এবং এর ফলে শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

নেতৃত্বের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, অবিলম্বে শ্রম কোড বাতিল না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে সংগঠন। এদিকে, উত্তর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

'দক্ষ প্রশাসক' বললেন প্রধানমন্ত্রী

দ্বিতীয়বার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন হিমন্ত

গুয়াহাটি, ১২ মে (আইএএনএস) ।। *অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার শপথ নেওয়ায় হিমন্ত বিশ্বশর্মা-কে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে "দক্ষ প্রশাসক" আখ্যা দিয়ে বলেন, অসমের উন্নয়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "অসমের জন্য আজ একটি গর্বের দিন। টানা তৃতীয়বারের জন্য এনডিএ সরকার ক্ষমতায় এল। ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে শপথ নেওয়ার জন্য অভিনন্দন। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবে নিজের ছাপ রেখেছেন এবং রাজ্যের জন্য পথপ্রদর্শক কাজ করেছেন। তাঁর আগামী মেয়াদের জন্য শুভেচ্ছা রইল।"*

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার গুয়াহাটির খানাপাড়ায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এর মাধ্যমে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট অসমে টানা তৃতীয়বার সরকার গঠন করল।

মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি চারজন মন্ত্রীও শপথ নেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, অসম গণ পরিষদের সভাপতি অতুল বরা, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেলের নেতা চরণ বোরো এবং বিজেপি নেত্রী অজন্তা নেওগ। এই মন্ত্রীদেরও আলাদা পোস্টে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি লেখেন, "রামেশ্বর তেলি, অতুল বরা, চরণ বোরো এবং অজন্তা নেওগকে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য অভিনন্দন। অসমের উন্নয়নের গতি আরও শক্তিশালী করতে তাঁদের কাজের জন্য শুভেচ্ছা রইল।"

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী-সহ বিজেপি ও এনডিএ-র একাধিক শীর্ষ নেতা এবং ২২টি এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। অনুষ্ঠানে অসমের বৈষ্ণব মঠের ১৫ জন সত্রাধিকারের পাশাপাশি শিল্পপতি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহ্যবাহী অসমিয়া পোশাকে শপথ নেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল।

এদিকে, টানা দ্বিতীয়বারের জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। মঙ্গলবার গুয়াহাটির খানাপাড়ায় আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য।

এই শপথ গ্রহণ সহ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন-সহ বিজেপি ও এনডিএ জোটের একাধিক শীর্ষ নেতা। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পাশাপাশি নতুন মন্ত্রিসভার পাঁচজন সদস্যও এদিন শপথ নেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, অসম গণ পরিষদের সভাপতি অতুল বরা, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেলের নেতা চরণ বোরো এবং বিজেপির বর্ষীয়ান নেত্রী অজন্তা নেওগ। অনুষ্ঠানে এনডিএ শাসিত ২২টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপির জাতীয় নেতৃত্ব, শিল্পপতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অসমের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভুটানের সংসদীয় প্রতিনিধিদের বৈঠকে অংশ নিলেন সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে ।। ভুটান সফরকে সামনে রেখে গঠিত সংসদীয় প্রতিনিধিদলের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গলবার সংসদ ভবনের এক্সটেনশন ব্লকের ব্লক-এ অবস্থিত কমিটি রুম নম্বর—১ এ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ভারত ও ভুটানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সংসদীয় সহযোগিতা আরও জোরদার করা এবং দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানিয়েছেন সাংসদ। পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতা, সাংসদীয় আদান-প্রদান এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়েও মতবিনিময় করা হয়। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, ভারত-ভুটান সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং ভবিষ্যতেও এই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে সংসদীয় প্রতিনিধিদলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর হিমন্তের শপথ অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে ।। দ্বিতীয়বার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এদিন শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে রাজ্য থেকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা সহ প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

আজ আসামের খানাপাড়া ভেটেরিনারি কলেজ গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের পথ অবরোধ

কমলপুর-মড়াছড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১২ মে ।। সুরমা কেন্দ্রের অন্তর্গত কমলপুর -মড়াছড়া - দুর্গাচৌমুহনী সড়কের বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে মঙ্গলবার পথ অবরোধে সামিল হন এলাকাবাসী। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার দুরবস্থার কারণে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অবশেষে ক্ষোভে ফেটে পড়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ,সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কমলপুর থেকে মড়াছড়া হয়ে দুর্গাচৌমুহনি যাওয়ার দীর্ঘ প্রায় ১১ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে এবার বিস্ফোরিত হয়ে অবরোধ করলো মরাছড়া ও ছোট সুরমা গ্রামবাসীরা। বহুদিন ধরেই রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় তৈরি হচ্ছে কাদা ও জলজট, ফলে যান চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, রোগী ও সাধারণ যাত্রীদের চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, একাধিকবার রাস্তা সংস্কারের দাবি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আস্থা হারিয়ে নিজেরা চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কারে নামলেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১২ মে ।। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তার দুর্ভোগ সহ্য করতে করতে অবশেষে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের উপর আস্থা হারিয়ে নিজেরাই রাস্তা সংস্কারের কাজে নেমেছেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি কুমারঘাট মহকুমার পাবিয়াছড়া বিধানসভা এলাকার সুনাইমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের নাথপাড়ার।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ১৫ বছর ধরে এলাকার প্রায় ৬০০ মিটার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বহুবার জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই মঙ্গলবার গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে নিজেরাই রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত লাগান।

এলাকায় প্রায় ৫০টি পরিবারের বসবাস। এই রাস্তাটিই স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দুটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে বলে জানান এলাকাবাসী।

গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দেবনাথ জানান, "দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে এলাকাবাসী চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। রোগী নিয়ে হাসপাতালে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অর্ধনির্মিত ফ্ল্যাট বিক্রি

প্রোমোটারের ৩ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে ।। রাজধানী আগরতলার ভাটি অভয়নগর অ্যালবার্ট ক্লাব এলাকায় অর্ধনির্মিত ফ্ল্যাট বিক্রির অভিযোগে এক প্রোমোটারকে তিন বছরের কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা জরিমানা করল ভোক্তা আদালত। দোষী সাব্যস্ত প্রোমোটারের নাম শুভ্রদীপ মজুমদার। তিনি প্যারাডাইস কনস্ট্রাকশনের মালিক বলে জানা গেছে।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০১৮ সালে অভিজিৎ পাল প্যারাডাইস কনস্ট্রাকশনের কাছ থেকে একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করেন। অভিযোগ, ফ্ল্যাটটি অর্ধনির্মিত অবস্থায় গ্রাহকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ফ্ল্যাটের বিভিন্ন অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য একাধিকবার সংস্থার মালিক শুভ্রদীপ মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন অভিজিৎ পাল। তবে বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও ফ্ল্যাটের কাজ শেষ করা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে।

এরপর বাধ্য হয়ে অভিজিৎ পাল ভোক্তা আদালতের দ্বারস্থ হন। দীর্ঘ শুনানি শেষে মঙ্গলবার আদালত অভিযুক্ত শুভ্রদীপ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ই-রিক্সা দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ মে ।। উনকোটি জেলার কৈলাসহরের চন্ডিপুর এলাকার ভৈরবথলিতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে একটি যাত্রীবোঝাই দ্রুতগামী ই-রিক্সা আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এরপর সেটি রাস্তা থেকে ছিটকে পাশের একটি ধানক্ষেতে উল্টে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার সময় ই- রিকশায় যাত্রী হিসেবে ছিলেন ধনঞ্জয় শব্দকর।

দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসহর থানায় এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1

13-05-2026, 01:05

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৩ মে, ২০২৬ ইং
২৯ বৈশাখ, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

নার্সরা হইলেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মেরুদণ্ড

আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে বা আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস প্রতি বছর ১২ মে বিশ্বজুড়ে পালিত হয়। আধুনিক নার্সিংয়ের প্রবর্তক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকীকে স্মরণীয় করিয়া রাখিতে এই দিনটি পালন করা হয়। ১৮২০ সালের ১২ মে ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈন্যদের সেবার মাধ্যমে তিনি নার্সিংকে একটি সম্মানজনক পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাতে হাতে প্রদীপ নিয়া রোগীদের সেবা করিতেন বলিয়া তাঁহাকে ''দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প'' বলা হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে ''ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নার্সেস'' এই দিনটি পালন করিয়া আসিতেছে। তবে ১৯৭৪ সালে দাপ্তরিকভাবে ১২ মে-কে আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে হিসাবে ঘোষণা করা হয়।সমাজের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নার্সদের অপরিসীম অবদান এবং ত্যাগের প্রতি সম্মান জানাইতে এই দিবসটি পালন করা হয়। একজন নার্স কেবল চিকিৎসা করেন না, বরং রোগীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায় নিরলসভাবে কাজ করেন। বিশেষ করে করোনা মহামারীর মতো বৈশ্বিক সংকটে নার্সরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে যেভাবে সেবা দিয়াছেন, তাহা এই দিবসের গুরুত্ব আরও বাড়াইয়া দিয়াছে।প্রতি বছর আইসিএন একটি নির্দিষ্ট থিম বা প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোর মূল লক্ষ্য হইলো নার্সিং পেশায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং নার্সদের অধিকার রক্ষা করা।নার্সিং পেশার গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা দরকার। নার্সদের কাজের পরিবেশ উন্নত করা এবং তাহাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সম্মান নিশ্চিতকরাবিার দাবি তোলা প্রয়োজন। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবায় উন্নত নার্সিং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলিয়া ধরা দরকার।নার্সিং ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য রেড ক্রস এই মর্যাদাপূর্ণ মেডেল প্রদান করে।বিভিন্ন হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউটে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।অনেক দেশে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের স্মরণে মোমবাতি জ্বালাইয়া শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করা হয়।নার্সরা হইলেন যেকোনো দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ দেওয়া থেকে শুরু করিয়া রোগীর সার্বক্ষণিক যত্নসবকিছুই তাহারা হাসিমুখে করেন। তাই নার্সেস ডে কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি বিশেষ সুযোগ।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস সমগ্র বিশ্বে পতিবছর ১২ মে তারিখে পালন করা হয়। ১৮২০ সালের এই তারিখে আধুনিক নার্সিং পরিষেবার মার্গদর্শক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্ম হইয়াছিল। এই দিবস পালনের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয় সেই নারীকে যিনি তাহার কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন - নার্সিং একটি পেশা নয় সেবা। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের পতি শদ্ধা জানাইবার সাথে বিশ্বের ধাত্রীদের রোগীদের পতি দেওয়া স্বাস্থ্যসেবার জন্য কৃতজ্ঞতা পকাশ করা হয়।

ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নার্সেস (আইসিএন) ১৯৬৫ সাল থেকে এই দিনটি উদযাপন করিয়া আসিতেছে। ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ডরোথি সাদারল্যান্ড প্রস্তাব করেন যে প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার 'ধাত্রী দিবস' ঘোষণা করিবেন; তবে তিনি তাহা অনুমোদন করেননি।১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে,১২ মে দিনটি উদযাপনের জন্য নির্বাচিত হয় কারণ এটি আধুনিক নার্সিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকী। প্রতি বছর, আইসিএন আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের কিট প্রস্তুত এবং বিতরণ করে।কিটে সর্বত্র নার্সদের ব্যবহারের জন্য শিক্ষাগত এবং উন্মুক্ত তথ্য উপকরণ রহিয়াছে। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ৮ মে বার্ষিক জাতীয় নবিশ ধাত্রী দিবস হিসাবে মনোনীত হয়।

একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর জবানবন্দিতেই দণ্ড বহাল রাখা যায়: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১২ মে (আইএএনএস): একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর জবানবন্দির ভিত্তিতেও দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব, এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ জানিয়ে ১৯৯৮ সালের গুজরাটের এক খুনের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি বাড়ালে-এর বেঞ্চ অভিযুক্ত মিতেষ বাঘেলা-এর করা আপিল খারিজ করে গুজরাট হাই কোর্টের রায় বহাল রাখে। হাই কোর্ট আগেই তাঁকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় (খুন) এবং বোম্বে পুলিশ অ্যাক্টের ১৩৫ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছিল। নিম্ন আদালত তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫০০ টাকা জরিমানা এবং বোম্বে পুলিশ অ্যাক্টের অধীনে ১০ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫০ টাকা জরিমানা দিয়েছিল।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ১৯৯৮ সালের ১১ ডিসেম্বর আহমেদাবাদের খোখরা এলাকায় এক চায়ের দোকানে অর্ধ-জ্বলা সিগারেট ফেলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে অভিযুক্ত ও দোকানদার সোমাভাই রাবারির মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। পরদিন সকালে গুরুতর আহত অবস্থায় রাবারিকে দোকানের কাছে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

অভিযোগকারী ও তাঁর ভাই ইশ্বরভাই রাবারি জানান, আহত অবস্থায় রাবারি তাঁকে জানান যে মিতেশ তাঁকে ছুরি মেরেছেন। পরে অ্যাম্বুলেন্সে নেওয়ার পথে রাবারি একই অভিযোগ পুনরায় করেন এবং হাসপাতালে পৌঁছালে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তদন্তে পুলিশ অভিযুক্তের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হত্যায় ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধার করে।

সুপ্রিম কোর্টে আপিলকারী পক্ষের দাবি ছিল, মামলার একাধিক প্রত্যক্ষ ও পঞ্চ সাক্ষী পাল্টে যাওয়ায় (হোস্টাইল) অভিযোগ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং কথিত মৃত্যুকালীন জবানবন্দি বিশ্বাসযোগ্য নয়। এছাড়া আহত অবস্থায় মৃত ব্যক্তি বক্তব্য দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না বলেও দাবি করা হয়।

তবে এই যুক্তি খারিজ করে শীর্ষ আদালত জানায়, নির্ভরযোগ্য ও স্বেচ্ছায় দেওয়া মৃত্যুকালীন জবানবন্দিই একমাত্র ভিত্তি হিসেবে দণ্ডের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। আদালত মন্তব্য করে, মৃত্যুকালীন জবানবন্দি সংক্রান্ত আইনি অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। যদি তা সত্য ও স্বেচ্ছাসম্মত হয়, তবে সেটিই একমাত্র ভিত্তি হিসেবে দণ্ড দেওয়া যেতে পারে।

বেঞ্চ আরও জানায়, অভিযোগকারীর জবানবন্দি জেরায় অটুট থেকেছে এবং অটোচালক মুকেশভাই কুবেরভাই-এর সাক্ষ্যে তা সমর্থিত হয়েছে, যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করেন। রায়ে বলা হয়, সাক্ষী ধারাবাহিকভাবে বলেছেন যে অভিযুক্ত ঝগড়ার সময় মৃত ব্যক্তিকে ছুরি মারে এবং পরে ছুরি হাতে পালিয়ে যায়। জেরার সময় তাঁর বক্তব্যে কোনও বড় অসঙ্গতি পাওয়া যায়নি।

সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে জানায়, একাধিক সাক্ষী পাল্টে গেলেও যদি শক্ত প্রমাণ থাকে, তবে পুরো মামলা ভেঙে পড়ে না। আদালত পর্যবেক্ষণ করে, অপরাধ প্রমাণে সাক্ষীর সংখ্যা নয়, সাক্ষ্যের গুণমানই গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর জবানবন্দিতেও দণ্ড দেওয়া সম্ভব।

হাই কোর্ট ও নিম্ন আদালতের সমন্বিত রায়ে কোনও ত্রুটি না পাওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট আপিল খারিজ করে দেয়। তবে আদালত জানায়, অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই দীর্ঘ সময় কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, তাই তিনি নীতিমালা অনুযায়ী রেয়াত (রিমিশন) চেয়ে আবেদন করতে পারবেন।

তিন ইয়ার ও ধাবা

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ঝাচকচকে ফাইভস্টার হোটেলে সবাই যেন নিজের খেয়ালে মত্ত। একদিকে শ্যাম্পেনের ফোয়ারা অন্যদিকে বেলি ডান্স। পার্টিতে কে বেশি সুন্দর লাগবে তাই নিয়েই অনবরত চলছে প্রতিযোগিতা। ঘরের ভিতরে যতই শত্রুতা থাক না কেন বাইরের লোকজনের সামনে যেন গলায় গলায় বন্ধুত্ব দেখাতে হবে। আরে এটাই তো এখনকার ভাষায় প্রফেশনাল নাটকের রঙ্গমঞ্চ। বাড়ির ভেতরে স্বামী স্ত্রী আলাদা বেডরুমে ওদিকে বাবা ছেলেরও মুখদর্শন নেই। কিন্তু পার্টিতে ছবির জন্য হাতে গ্লাস নিয়ে বড্ড বেশি পোজ দিতে ব্যস্ত সবাই। না আর এই হাই প্রোফাইল পার্টি ভাল লাগে না রে। সিগারেটে একবার সুখটান দিয়ে মৃণালকে বলল তাতান। জানিস, মা চলে যাবার পর বাবা দ্বিতীয়বার নিজের জীবন নিজের মতো করে গুছিয়ে নেয়। ফোনে যোগাযোগটুকু পর্যন্ত আমার সঙ্গে রাখে না। একদিকে ভালই হয়েছে মায়ের ছেড়ে যাওয়া স্মৃতি আর বিজনেস নিয়ে আমিও এতটা ডুবে আছি যে বাবার কথার মনে পড়লেও ঠিক মনে পড়ে না। জানিস মৃণাল, আসলে বাবা বরাবরই স্বার্থপর। নিজের বিজনেস আর পরকীয়ার সম্পর্ক এতটাই ওনার জীবনে বেশি ছিল যার জন্য মা আর আমার কথা কোনওদিন সেভাবে ভাবেনি। যার জন্য বাবার সঙ্গে আমাদেরও সে রকম বোঝাপড়ার কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। মা চলে যাবার পর বাড়িটা ভীষণ ফাঁকা লাগে। মিস করি মামার বাড়ির সেই ফেলে আসা গ্রামের নদীর ধার, সবুজ ধানখেত, গাছ ভর্তি আম, রাঙ্গামাটির পথ আরো কত কিছু। ওয়েটার একটা হুইস্কি দেবেন প্লিজ। তা চল না একদিন তোর মামার বাড়ির গ্রামে, গ্রাম ঘোরাও হবে আর ছোটখাটো একপ্রকার আউটিংও হয়ে যাবে আমাদের। মৃণালের কথায় সহমত পোষণ করল তাতান। একদিন সকাল সকাল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুই বন্ধু। লেকটাউনের ওই রাস্তা পেরোতেই যা দেরি হল, এরমধ্যে স্কুলের বন্ধু সোমনাথও জুটে গেল। পেশায় সে স্কুল শিক্ষক হলেও তার আবার নেশা আছে ছবি তোলার। ড্রাইভারের সিটে যখন তাতান গাড়ি হু হু করে চলল। শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে ক্রমে গ্রামের রাস্তায় পারি দিল গাড়ি। সোমনাথ বলল, এই দাঁড়া দাঁড়া মাঠ ভর্তি সর্ষের খেত। এই ছবি আমি আর কোথাও পাবো না। ক্যামেরার লেন্স চালু করেই একটা ভাল ছবি পেয়ে গেল সোমনাথ। অনেকদিন পর তিন ইয়ার একসঙ্গে তাই, তারা স্বভাবতই নিজেদের জগতে ফিরে গেল।

পথিমধ্যে একটা ধাবা দেখে তিন বন্ধু মিলে জমিয়ে খাওয়া দাওয়ার পর্ব সেরে নিল। সোমনাথ ও মৃণাল বিবাহিত এবং এক সন্তানের পিতাও। তাতান শুধু মায়ের ফেলে আসা স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বসে আছে। আসলে কলেজ জীবনে একজনকে তাতানের খুব ভাল লেগেছিল। রূপা বলে মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাবও দেয় সে, কিন্তু মেয়েটি মুখের ওপর না করে দেয়। মাকে একবার চুপিচুপি রূপার ছবিও দেখায়। মায়ের তখন বেস্ট ক্যান্সারের লাস্ট স্টেজ চলছে, বিছানায় শুয়েই বলেছিল, ভারি মিষ্টি দেখতে তো। আমার বালাজোড়া রেখে গেলাম। বউকে পরিয়ে দিস। আপনাদের আর কিছু লাগবে, বলতেই সম্বিৎ ফিরল তাতানের। হাতে একটা শুরু চুড়ি, মুখের একদিকে চুল যেন ঘিরে ধরেছে তাকে। একঝলক যেন চোখ ফেরাতে পারল না তাতান। আরে গ্রামের মেয়েরাও এত সুন্দরী হয় নাকি, এরাও কি এত পরিপাটি করে নিজেদের সাজাতে জানে। আপনারা কি ফোন পে, গুগল পে করবেন নাকি ক্যাশ দেবেন। একঝলক রূপার মুখটা ভেসে উঠল তাতানের সামনে। না, রূপার পর সে আর কোনও নারীকেই মনে ঠাঁই দেয়নি। বাবার বিসনেস নিয়ে এতটাই মেতে ছিল আর ঘর গোছাবার সুযোগই হয়নি। আজ যেন সেই শুন্য মনে একপ্রকার পূর্ণতা পেল। কি রে, তুই কি আজ ধাবা থেকে উঠবি না। সোমনাথ তাড়া দিল আরে আমার এখনও অনেক ছবি তোলা বাকি। গ্রামের ভিতর সবুজ ফসলের ছবি, নদীর পাড়, লাল রাস্তা সবই একে একে ছবির রূপ নিল। না, আজ সারাদিন খুব ভালো কাটলো, কি বল তোরা বলে উঠল তাতান। যাওয়ার পথে জল নেব বলে গাড়ি দাঁড় করাল তাতান। একটা জল দেবেন প্লিজ, মেয়েটি অবাক দৃষ্টিতেই কিছুটা তাকালো। মনে মনে ভাবল একটু আগেই তো এরা ২ লিটারের ৭ টা জলের বোতল কিনে নিয়ে গেল। এর মধ্যেই এত জল শেষ হয়ে গেল। দিচ্ছি বলে, জল বার করে দিতেই তাতান বলে উঠল এই দোকানের ফোন নম্বরটা পাওয়া যাবে প্লিজ। কার্ড নেই, বলে নিজের ফোন নম্বরটি দিয়ে ব্যালেন্স ফিরিয়ে দিল মেয়েটি। মুখের কোলে হালকা মুচকি হাসি তার। ঘরে গিয়েও বার বার মেয়েটির প্রতিচ্ছবিই মনে পরে তাতানের। না, আজ যেন বাবাকে সে মন থেকে ক্ষমা করে দিয়েছে। ভাগ্যিস তার বাবা এই গ্রামেই মায়ের প্রেমে পড়েছিল। তবে কি আজ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। আলমারী থেকে বালাজোড়া বার করে তাতান মনে মনে বলে উঠল, না এই রবিবার সকাল সকাল বেরোতে হবে ওই ধাবার উদ্দেশে। বলা চলে এক অজানা আগামীর অপেক্ষায়!

রবীন্দ্রনাথ: ভারত থেকে বিশ্বে মানবতার এক যাত্রা

অন্বেষা বসুরায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি কেবল বাংলা সাহিত্য বা ভারতের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নন; তিনি এক বিশ্বমানব, যাঁর চিন্তা, সৃষ্টিশীলতা এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আজও পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রাসঙ্গিক। হার্ভার্ডের বক্তৃতামঞ্চ থেকে শুরু করে ইউরোপের বুদ্ধিজীবী মহল, জাপান ও চিনের সাংস্কৃতিক পরিসর থেকে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যিক আড্ডা- যেখানেই তিনি গিয়েছেন, সেখানেই তিনি ভারতকে একটি বহুমাত্রিক সভ্যতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাবনা বিশ্বের গুণীমহলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ তা কেবল শব্দে সীমাবদ্ধ ছিল না; তা ছিল এক গভীর মানবিক বোধ, যা মানুষের অন্তরে পৌঁছে যেত।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রায়শই ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় হিসেবে স্মরণ করি, কিন্তু এই পরিচয় তাঁর বিশাল সত্তার একটি ছোট অংশ মাত্র। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সুরকার, শিক্ষাবিদ এবং দার্শনিক। তাঁর চিন্তার মূল উৎস ছিল ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, বিশেষ করে উপনিষদের সেই বোধ, যেখানে বলা হয়েছে- সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এক গভীর ঐক্য রয়েছে। এই ঐক্যের ধারণাই তাঁর মানবতাবাদের ভিত্তি। ব্রাহ্ম সমাজের উদার ও সংস্কারমুখী চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, যার ফলে তিনি ধর্ম, সমাজ ও জাতীয়তার প্রশ্নে এক বিস্তৃত ও মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদ যদি মানুষের মানবিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবে তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তিনি মনে করতেন, একটি জাতির শক্তি তার সামরিক ক্ষমতায় নয়, বরং তার সংস্কৃতি, নৈতিকতা এবং সৃজনশীলতায় নিহিত। তাই তিনি সবসময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর এই চিন্তা তাঁকে বিশ্বমঞ্চে একটি অনন্য কণ্ঠস্বর করে তুলেছিল।

বিশ্বের নানা দেশে ভ্রমণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেন। ইংল্যান্ডে তিনি ডব্লিউ বি ইয়েটস, এজরা পাউন্ড এবং টি এস এলিয়টের মতো কবি-লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর ''গীতাঞ্জলি'' পশ্চিমা বিশ্বে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে পাশ্চাত্য পাঠক প্রথমবারের মতো ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও কবিতার গভীরতা অনুভব করেন। তবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার চেয়েও বড় বিষয় ছিল- তিনি ভারতীয় চিন্তাকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর বক্তৃতাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৬-১৭এবং ১৯২০-২১ সালের সফরে তিনি পাশ্চাত্যের অতিরিক্ত বস্তুবাদ এবং আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেন। তিনি মনে করতেন, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি মানুষের প্রকৃত উন্নতি নয়; তার সঙ্গে প্রয়োজন নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ। এই সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে তাঁর শিক্ষাদর্শের সঙ্গে পরিচিত করান।

জাপান সফরে তিনি দেশটির দ্রুত আধুনিকীকরণ দেখে মুগ্ধ হলেও, তার মধ্যে যে সামরিক প্রবণতা বাড়ছিল, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি সতর্ক করে দেন যে, অন্ধ জাতীয়তাবাদ একটি দেশের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। চিনে তিনি দুই প্রাচ্য সভ্যতার মধ্যে এক নতুন সংলাপের সূচনা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, এশিয়ার দেশগুলো যদি নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান করে এবং একে অপরের কাছ থেকে শেখে, তবে তারা বিশ্বের সামনে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকায়ও তাঁর প্রভাব গভীর ছিল। ফ্রান্সে রোমাঁ রোল্যার সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা দুই দেশের সংস্কৃতির মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরি করে। আর্জেন্টিনায় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্পর্কগুলো দেখায়, কীভাবে একজন কবি বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও লেখায় কিছু মৌলিক প্রশ্ন বারবার উঠে এসেছে। তিনি জানতে চেয়েছেন, নৈতিকতা ছাড়া কি সভ্যতা টিকে থাকতে পারে? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন, নাকি মানুষের চরিত্র ও চেতনার বিকাশ? একটি জাতি কীভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অন্য জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে? এই প্রশ্নগুলো আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

তাঁর এই চিন্তাধারা বাস্তব রূপ পায় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশে তিনি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে ছাত্ররা শুধু বই পড়ে না, বরং প্রকৃতি, শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা একসঙ্গে পড়াশোনা করত, যা তাঁর ''যেখানে বিশ্ব এসে বাসা বাঁধবে'' এই ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইটহুড ফিরিয়ে দেন। এই ঘটনা তাঁর নৈতিক দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা একজন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। তাঁর সাহিত্যকর্মও বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলেছে। ''সাধনা'' এবং ''ন্যাশনালিজম''-এর মতো গ্রন্থে তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতা ও গান মানুষের অন্তরের গভীর অনুভূতিকে স্পর্শ করে, আবার একই সঙ্গে তা বৃহত্তর মানবিক প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজে। তাঁর লেখায় ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন অভিজ্ঞতার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন আজও তাঁর প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। হিউস্টনের টেগোর গ্রোভ মেমোরিয়াল, লন্ডনের গর্ডন স্কোয়্যার টেগোর বাস্ট, ডাবলিনের সেন্ট স্টিফেনস গ্রিন টেগোর মেমোরিয়াল কিংবা মস্কোর টেগোর স্ট্যাচু ফ্রেন্ডশিপ পার্ক- এসবই প্রমাণ করে যে, তাঁর চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতা জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর মানবতাবাদ। তিনি সবসময় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করার কথা বলেছেন। বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশি আন্দোলনের সময় তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, প্রকৃত দেশপ্রেম কখনও অন্যের প্রতি ঘৃণা শেখায় না; বরং তা ভালোবাসা ও সহমর্মিতা শেখায়। আজকের বিশ্বে, যেখানে নানা ধরনের বিভাজন, সংঘাত এবং সংকীর্ণতা দেখা যায়, সেখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, একটি সভ্যতার প্রকৃত শক্তি তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সৃজনশীলতার মধ্যে নিহিত। তাঁর জীবন ও কাজ আমাদের দেখায়, কীভাবে একজন ব্যক্তি নিজের চিন্তা ও সৃষ্টির মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে প্রভাবিত করতে পারেন।

তিনি লিখেছিলেন যে, একই স্রোতে বয়ে চলে জীবন, তাঁর শিরায়, বিশ্বের বুকে। এই কথার মধ্যেই তাঁর সমগ্র দর্শনের সারাংশ নিহিত রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ ও প্রকৃতি, ব্যক্তি ও সমাজ, জাতি ও বিশ্ব সবকিছুর মধ্যে এক গভীর সংযোগ রয়েছে। এই সংযোগকে উপলব্ধি করাই হলো প্রকৃত জ্ঞান ও মানবতার চূড়ান্ত লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই শুধু একজন কবি নন; তিনি এক প্রবহমান সংলাপ, এক অনন্ত চিন্তার উৎস। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়, কীভাবে সীমান্তের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতা, সৃজনশীলতা এবং নৈতিকতার ভিত্তিতে একটি বিশ্ব গড়ে তোলা যায়। তাঁর উত্তরাধিকার আজও আমাদের পথ দেখায়, আমাদের অনুপ্রাণিত করে এবং আমাদের মনে করিয়ে দেয়- মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো সে মানুষ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ডাইনোসরের আগে পৃথিবী দাপাত ২৬ ফুটের আশ্চর্য জীব ! বদলে যাবে বিবর্তনের ইতিহাস ?

অতিকায় ডাইনোসরদের আমল তখনও আসেনি। জটিল বহুকোষী পৃথিবীর দিকে জীবজগতের যে যাত্রা, সেই যাত্রাপথে তার জলছাপ থেকে গিয়েছে। সাম্প্রতিক আবিষ্কারে আরও গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে প্রোটোট্যাক্সাইটদের!

বিশ্বদীপ দে

অধুনালুপ্ত এই জীবেরা এতদিনের পরিচিত জীবজগতের কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন! সত্যজিৎ রায়ের 'আশ্চর্য প্রাণী' গল্পটি মনে পড়ে? ফ্লাস্কের ভিতরে প্রাণ সৃষ্টির সেই কাহিনিতে দেখা গিয়েছিল বিবর্তনের আশ্চর্য ছবি। সেখানে মানুষের উত্তরপুরুষ হিসেবে দেখা গিয়েছিল মাংসপিণ্ডের মতো প্রাণীকে! 'চ্যাপটা আঙুরের মতো' প্রাণীটির হাত-পা কিচ্ছু ছিল না। কিন্তু সে তো আমাদের সুদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনা। যদি বলা হয় ভবিষ্যৎ নয়, অতীতের পৃথিবীতেই ছিল বিচিত্রদর্শন জীব! দীর্ঘ মিনারের মতো এই জীবই একসময় নাকি দাপিয়ে বেড়াত প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর বুকে। মানে তাদেরই প্রাধান্য ছিল আমাদের নীল রঙের গ্রহে। স্বাভাবিক ভাবেই বিবর্তনের 'কাহানি মে টুইস্ট' ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে বিজ্ঞানীমহলে। আসলে মোটামুটি ভাবে মনে করা হয়, উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক, আণুবীক্ষণিক প্রাণ- এতেই বিভক্ত পৃথিবীর জীবজগৎ। কিন্তু এই নয়া উদ্ভাবন এমন এক জীবের কথা বলছে, যে এই সব বিভাগের কোনওটিরই প্রতিনিধিত্ব করছে না। মনে করা হচ্ছে সর্বোচ্চ ২৬ ফুট লম্বা হত এরা। পৃথিবীর মাটিতে তাদের বিচরণ ছিল ৪০ কোটি বছর আগে। এতদিন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ছবিটা ছিল ডাইনোসরদের। অতিকায় টিরানোসরাস, ব্রন্টোনোসরাসদের নিয়ে হলিউডে কত ছবি হয়েছে! সেই রোমাঞ্চকে এবার চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে এই জীবন্ত মিনাররা? এই নয়া জীবদের নাম প্রোটোট্যাক্সাইট। তবে 'নয়া' বললেও আদৌ নয়া নয়। সেই কবে ১৮৫৯ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল ওই জীব! তখন থেকেই গবেষণা শুরু হয়েছিল ওই জীবদের গোত্র নিয়ে। কোনও কোনও জীবাশ্মবিদ মনে করতেন, এরা আসলে 'ছত্রাকের গডজিলা'! আবার কারও মতে এটা আসলে শৈবালের একটা স্তূপ। এমন কত! 'জীবাশ্মবিদ্যায় খুব কম জিনিসই এত রহস্যময়', বলেছিলেন উদ্ভিদ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান AMAP-এর এক জীবাশ্মবিদ অ্যান-লর ডেকম্বেক্স। কিন্তু এবার একদল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন, প্রোটোট্যাক্সাইট সেসব কিছুই নয়। এটা এক অজানা ধরনের বহুকোষী জীবন!

ভেবে দেখুন সেই আদিম পৃথিবী কেমন ছিল। বৃক্ষ বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছু তখন ছিল না। স্তন্যপায়ীদের থাকার তো প্রশ্নই নেই। পৃথিবীর ত্বক জুড়ে লতাগুল্ম। আর তারই মাঝে বিচরণ করত আশ্চর্য জীব প্রোটোট্যাক্সাইট! কল্পবিজ্ঞান কাহিনিকেও হার মানাবে বলে মনে হয়। ঠিক কেমন ছিল এই জীবগুলি? একদম সম্প্রতি একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে 'সায়েন্স অ্যাডভান্সেস' নামের জার্নালে। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে অধুনালুপ্ত এই জীবেরা এতদিনের পরিচিত জীবজগতের কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গবেষণাপত্রটির অন্যতম লেখক স্কটল্যান্ডের ন্যাশনাল মিউজিয়ামের অধ্যাপক বলেছেন, ''নিশ্চিত ভাবেই এগুলো জীবন্ত ছিল। কিন্তু আমরা এখন যেভাবে জীবনকে জানি, তেমন নয়। ছত্রাক বা উদ্ভিদ জীবন থেকে স্বতন্ত্র শারীরিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই জীব বিবর্তনের শাখার এক সম্পূর্ণ বিলুপ্ত শ্রেণির জীব!''

গবেষকরা প্রোটোট্যাক্সাইটিস টাইটি নামের একটি প্রোটোট্যাক্সাইট প্রজাতির জীবাশ্মীভূত অবশেষ নিয়ে গবেষণা করেছেন। এটিকে পাওয়া গিয়েছিল স্কটল্যান্ডের রাইনি চার্ট নামের একটি পাললিক স্তরে সংরক্ষিত অবস্থায়। এই প্রজাতিটি প্রোটোট্যাক্সাইটিসের অন্যান্য অনেক প্রজাতির চেয়েই ছোট! মাত্র কয়েক ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা। এদের অভ্যন্তরীণ গঠন পরীক্ষা করে গবেষকরা দেখেছেন এদের ভিতরটা ছত্রাকের ভেতরের মতো একগুচ্ছ নল দিয়ে গঠিত। কিন্তু নলগুলি যেভাবে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে ফের সংযুক্ত হয়েছে, এমন গড়ন আধুনিক কোনও ছত্রাকের সঙ্গেই মেলে না। অথচ একেবারে সেই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীরই ছত্রাকের নমুনা বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন, যেগুলির অভ্যন্তরীণ গঠন মিলে যায় এযুগের ছত্রাকের সঙ্গে। এটাই প্রমাণ করে দেয় প্রোটোট্যাক্সাইট ছিল সকলের চেয়ে আলাদা। যে সব জিনগত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে তাদের ছত্রাকের সঙ্গে এদের মিল প্রায় নেই-ই। তবে ছত্রাক জাতীয় হোক বা অন্য কিছু, এই জীবগুলির তুলনীয় কিছুই এখন পৃথিবীতে নেই। কিন্তু জটিল বহুকোষী পৃথিবীর দিকে জীবজগতের যে যাত্রা, সেই যাত্রাপথে তার জলছাপ থেকে গিয়েছে। সাম্প্রতিক আবিষ্কারে আরও গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে প্রোটোট্যাক্সাইটদের!

মনে রাখতে হবে অতিকায় ডাইনোসরদের আমল তখনও আসেনি। পৃথিবীর বুকে ডাইনোদের সময় থেকেই অতিকায় জীবের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু তারও আগে ওই সময়ে, যখন বেশির ভাগ প্রাণই তুচ্ছ আকারের, সেখানে প্রোটোট্যাক্সাইট অত বড় হল কী করে, এ এক আশ্চর্য ধাঁধা বইকি। এবং সেই উচ্চতা সত্ত্বে এগুলি ভেঙে পড়ত না!

আর এখানেই প্রশ্ন জাগে, এরপরও তারা বিলীন হয়ে গেল কী করে? ৩৬ কোটি বছর আগেই এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর এর নেপথ্যে অন্যতম সম্ভাবনা হিসেবে দেখা যায় আদিম জঙ্গলের সৃষ্টি! যেহেতু উদ্ভিদজগতে প্রতিযোগিতা ও বৈচিত্র দু'টোই বাড়তে শুরু করেছিল সেই প্রতিযোগিতায় আর এঁটে উঠতে পারেনি প্রোটোট্যাক্সাইট! পাশাপাশি পরিবেশও তাদের অস্তিত্বের পক্ষেও প্রতিকূল হয়ে উঠছিল। তবে প্রোটোট্যাক্সাইট সম্পর্কে এখনই শেষ কথা বলতে নারাজ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মনে করছেন, আগামী দিনে আরও গবেষণা হলে পরিষ্কার বোঝা যাবে ছত্রাক নয় এরা একেবারে ভিন্ন ধরনের জীব! আপাতত সেই সব গবেষণাপত্রের অপেক্ষায় ওয়াকিবহাল মহল। মনে করা হচ্ছে, বিবর্তনের কাহিনিকে আরও নিখুঁত করে লিখতে গেলে যা একান্তই প্রয়োজন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাজধানীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন ঘিরে জোটে অস্বস্তি জরুরি বৈঠক ডাকল আইইউএমএল

মালাপ্পুরম (কেরল), ১২ মে (আইএএনএস): কেরলে ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের (ইউডিএফ) জোরালো জয়ের নয় দিন পরেও মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করতে না পারায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোটে অস্বস্তি বাড়ছে। জোটের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ (আইইউএমএল) এবার প্রকাশ্যেই অসন্তোষ জানিয়েছে।

এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই বুধবার সকালে পানাক্কাডে জরুরি নেতৃত্ব বৈঠক ডেকেছে আইইউএমএল। মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে দীর্ঘসূত্রিতার জেরে পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থান কী হবে, তা নিয়েই এই বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা।

জোট সূত্রে খবর, ১৪০ আসনের কেরল বিধানসভায় ইউডিএফ ১০২টি আসনে জয় পাওয়ার পরও কংগ্রেস হাইকমান্ডের ধীরগতির সিদ্ধান্তে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ। দলের শীর্ষ নেতাদের মতে, এই বিলম্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক বার্তা দিচ্ছে এবং প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।

আইইউএমএল স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী এমন কাউকে হওয়া উচিত যিনি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। যদিও রমেশ চেন্নিথলার মতো ঐকমত্যের প্রার্থীকে সমর্থন করতে আপত্তি নেই বলেই জানা গিয়েছে, তবে কে. সি. ভেনুগোপালকে মুখ্যমন্ত্রী করার সম্ভাবনা নিয়ে দলের মধ্যে আপত্তি রয়েছে।

বুধবারের পানাক্কাড বৈঠকে মূলত আলোচনা হবে, কংগ্রেস যদি লীগের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে জোটে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান কী হবে। মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় শরিক দলগুলির সঙ্গে যথেষ্ট পরামর্শ করা হয়নি বলেও লীগের নেতাদের অভিযোগ।

এদিকে, আইইউএমএলের একাধিক বিধায়ক ও প্রবীণ নেতা প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দীর্ঘ অনিশ্চয়তা রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিকর হতে পারে। দলের নেতাদের দাবি, সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও প্রশ্ন উঠছে, মানুষ কি এই পরিস্থিতির জন্য ভোট দিয়েছিল? যা জনমনে বাড়তে থাকা অস্থিরতারই প্রতিফলন। সরকার গঠনে বিলম্বের কারণে প্রশাসনিক কাজেও প্রভাব পড়ছে বলে অভিযোগ তুলেছে লীগ। দৈনন্দিন প্রশাসনিক একাধিক বিষয় আটকে রয়েছে, এমনকি এসএসএলসি পরীক্ষার ফল প্রকাশও কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছাড়াই করতে হয়েছে।

অন্যদিকে, দিল্লিতে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক অব্যাহত রয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে কেরলের নেতৃত্ব প্রশ্নে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। কংগ্রেস সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত হতে পারে। তবে তার আগেই জোটের অভ্যন্তরে চাপা টানাপোড়েন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জ্বালানির কৃত্রিম সংকট রটনা নিয়ে সতর্ক মণিপুর সরকার কালোবাজারি ও মজুতদারির বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি

ইম্ফল, ১২ মে (আইএএনএস): মণিপুর সরকার মঙ্গলবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে রাজ্যে এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেলের কোনও ঘাটতি নেই। একইসঙ্গে জ্বালানি পণ্যের কালোবাজারি, মজুতদারি বা অন্য কোনও অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রশাসন।

ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন দফতরের অধিকর্তা ইউমনাম নেলসন এক বিবৃতিতে জানান, রাজ্যে এলপিজি ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্যের ঘাটতি নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলে প্রশাসনের নজরে এসেছে। তিনি বলেন, এই ধরনের ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর দাবি সাধারণ মানুষের মধ্যে অযথা আতঙ্ক তৈরি করছে এবং ক্রেতাদের ভুল পথে পরিচালিত করছে।

নেলসনের বক্তব্য অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের (আইওসিএল) ইম্ফল শাখার রাজ্য সমন্বয়কারী নিশ্চিত করেছেন যে মণিপুরে এলপিজি, পেট্রোল বা ডিজেলের কোনও ঘাটতি নেই। পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং গোটা রাজ্যে সরবরাহ স্বাভাবিকভাবেই চলছে।

তিনি আরও জানান, আইওসিএল-ও পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে এলপিজি ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্যের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। ভোক্তা বিষয়ক দফতরের অধিকর্তা সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে এলপিজি সিলিন্ডার বা জ্বালানি মজুত না করার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, এই ধরনের কাজ দুর্ঘটনা ও গুরুতর নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, যে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা যদি কালোবাজারি, মজুতদারি বা জ্বালানি বিক্রি ও বণ্টনে কোনও ধরনের অনিয়মে জড়িত থাকে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নেলসন আরও জানান, পেট্রোল বা ডিজেল জেরিক্যান বা অন্য কোনও পাত্রে ভরে কেনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সরকারি নির্দেশ অমান্য করলে তেল পাম্প ও খুচরো বিক্রেতাদের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সরকার জানিয়েছে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে 'প্রিভেনশন অফ ব্ল্যাক মার্কেটিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অফ সাপ্লাইজ অফ এসেনশিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট, ১৯৮০', 'পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪' এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তৃণমূল সমর্থন করলেই কি এখন বাংলায় হিংসা ও মৃত্যুর মুখে পড়তে হবে? প্রশ্ন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১২ মে (আইএএনএস): বর্তমান বিজেপি-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করলেই কি হিংসা, নির্যাতন ও মৃত্যুর মুখে পড়তে হবে, মঙ্গলবার এমনই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী।

সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়লেও ন্যায়বিচারের দাবি বারবার উপেক্ষিত হচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনার সপ্তগ্রামের তৃণমূল কর্মী সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং নদিয়ার চাকদহের তপন শিকদারকে ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীরা নৃশংসভাবে মারধর করে। পরে তাঁদের মৃত্যু হয়।

নিজের পোস্টে তিনি লেখেন, শোকস্তব্ধ পরিবারগুলির একটাই প্রশ্ন, বিজেপির শাসনে বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করলেই কি এখন হিংসা, নির্যাতন ও মৃত্যুর শিকার হতে হবে? তিনি আরও দাবি করেন, এই পরিস্থিতিতেও পুলিশ নিষ্ক্রিয়, আদালত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে এবং বিজেপি নেতারা নির্বাচনী জয় উদযাপনে ব্যস্ত রয়েছেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, যখন বাংলায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর পরবর্তী বিদেশ সফরের পরিকল্পনায় ব্যস্ত এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কার্যত "নিখোঁজ"। তিনি আরও লেখেন, এই লজ্জাজনক নীরবতার মধ্যেই সাধারণ মানুষ বিজেপির হিংসা, প্রতিহিংসা ও চরম আইনশৃঙ্খলাহীন রাজনীতির ফল ভোগ করছেন।

৪ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর, যেখানে তৃণমূলের ভরাডুবি হয়, তার পর থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনৈতিকভাবে খুব বেশি সক্রিয় দেখা যায়নি। মূলত সামাজিক মাধ্যমেই তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আসছেন। তবে আগের তুলনায় তাঁর পোস্টের সংখ্যাও কমেছে বলে রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ।

এদিকে সোমবার শুভেন্দু অধিকারী সরকারের তরফে তাঁর 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা প্রত্যাহারের ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবর্তে তাঁকে সাধারণ সাংসদদের জন্য নির্ধারিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী ও বিশেষ পাইলট গাড়ির সুবিধা আর পাবেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, যা পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের সময় তিনি ভোগ করতেন।

অসমের উন্নয়নের স্বার্থেই মানুষ এনডিএ-কে ঐতিহাসিক জনাদেশ দিয়েছে : অতুল বরা

গুয়াহাটি, ১২ মে (আইএএনএস) : অসমের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থেই রাজ্যের মানুষ টানা তৃতীয়বারের জন্য এনডিএ জোটকে ঐতিহাসিক জনাদেশ দিয়েছে বলে মন্তব্য করলেন অসম গণ পরিষদ-এর সভাপতি অতুল বরা। সোমবার নতুন অসম সরকারে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।গুয়াহাটির খানাপাড়ায় আজ দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। একইসঙ্গে এটি অসমে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদ।মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি এদিন আরও চারজন মন্ত্রী শপথ নিচ্ছেন। বিজেপির তরফে রয়েছেন রামেশ্বর তেলি ও অজন্তা নেওগ। শরিক দল এজিপি-এর তরফে অতুল বরা এবং বোডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট-এর তরফে চরণ বোরো মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন। অন্যদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসকে বিধানসভার স্পিকার পদের জন্য এনডিএ প্রার্থী করা হয়েছে।অতুল বরা বলেন, "আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। টানা তৃতীয়বারের জন্য এনডিএ সরকার শপথ নিতে চলেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। শিল্পপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরাও এসেছেন। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে যোগ দিচ্ছেন।"তিনি আরও বলেন, "গত পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেভাবে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সেই উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই অসমের মানুষ এনডিএ-কে ঐতিহাসিক সমর্থন দিয়েছে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে অসম : জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

গুয়াহাটি, ১২ মে (আইএএনএস) : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা-র নেতৃত্বে অসম আগামী দিনেও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে নতুন অসম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই কথা বলেন।

জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, "টানা তৃতীয়বারের জন্য অসমের মানুষ বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী-র উপর আস্থা রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রীর 'সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস' নীতির ভিত্তিতেই গত ১২ বছরে অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "অসম একইভাবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। আজ যারা শপথ নিচ্ছেন, হিমন্তজি এবং তাঁর সহকর্মীদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। একইসঙ্গে অসমের জনগণকেও অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাই।"

মঙ্গলবার গুয়াহাটির খানাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয় নতুন অসম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ , প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং এনডিএ শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা।

সদ্য সমাপ্ত অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট বিপুল জয় পাওয়ার পর দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

দেশজুড়ে আদালতের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ১২ মে (আইএএনএস) : দেশের বিচারব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করতে আদালতের পরিকাঠামোগত প্রয়োজন খতিয়ে দেখতে বিশেষ কমিটি গঠন করলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত।

'জুডিশিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাডভাইজরি কমিটি' নামে এই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার। দেশের বিভিন্ন আদালতের পরিকাঠামোগত ঘাটতি চিহ্নিত করে তার উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করাই হবে এই কমিটির মূল কাজ। বিচারব্যবস্থার উন্নয়নে কেন্দ্রের কাছে প্রায় ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দের সুপারিশও করতে পারে এই কমিটি। আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে অন্তর্বর্তী রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কমিটিতে সদস্য হিসাবে দেবাংশু বসাক, অশ্বনী কুমার মিশ্র এবং সোমশেখর সুন্দরেসান। এছাড়াও সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট এর ডিরেক্টর অফিসার এবং প্লেস অফিসার সেক্রেটারি অফিসারও এই সদস্য থাকবেন।সূত্রের খবর, আদালতগুলিতে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা, বিচারক, আইনজীবী, মামলাকারী ও সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির উপায় খুঁজে বের করাই কমিটির লক্ষ্য।

ই-কোর্ট প্রকল্পের আওতায় আদালতগুলির ডিজিটাল পরিকাঠামো, ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা, ই-সেবা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কাউডভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার তৈরির বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হবে।উল্লেখ্য, ২০২৩ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত ই-কোর্ট মিশন মোড প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের জন্য কেন্দ্র সরকার ৭,২১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। লক্ষ্য, দেশের আদালতগুলিকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও কাগজবিহীন ব্যবস্থায় রূপান্তর করা।এদিকে চলতি বছরের মার্চ মাসে বিচার বিভাগের পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পে একাধিক রাজ্যে বরাদ্দ অর্থের ধীরগতির ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। রাজ্যসভা সাংসদ ব্রিজলাল-এর নেতৃত্বাধীন কমিটি প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন ও অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কড়া নজরদারির সুপারিশ করেছিল।

ভোটে পরাজয়ের পর ডিএমকের গুরুত্বপূর্ণ জেলা সম্পাদক বৈঠক ১৪ মে

চেন্নাই, ১২ মে (আইএএনএস): সদ্যসমাপ্ত তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে ডিএমকের পরাজয়ের পর দলীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকল দল। মঙ্গলবার ডিএমকের সাধারণ সম্পাদক দুরাইমুরুগন ঘোষণা করেন, আগামী ১৪ মে চেন্নাইয়ের দলীয় সদর দফতরে জেলা সম্পাদকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

ডিএমকে সভাপতি এম কে স্ট্যালিন-এর সভাপতিত্বে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে আন্না আরিভালায়মের ভিতরে 'কালাইঞ্জার অরঙ্গম' হলে এই বৈঠক হবে। নির্বাচনী বিপর্যয়, সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। দলের সমস্ত জেলা সম্পাদকদের বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে অভিনেতা-রাজনীতিক সি জোসেফ বিজয়-এর নেতৃত্বে তাঁর দল ২৩৪ সদস্যের বিধানসভায় ১০৮টি আসনে জয় পেয়ে সরকার গঠন করেছে। জোটসঙ্গীদের সমর্থনে সরকার গড়ে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বিজয়। এর ফলে প্রায় ছয় দশকের ডিএমকে-এআইএডিএমকে আধিপত্যের অবসান ঘটে।

ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্যে লড়াই করা ডিএমকে এবারে মাত্র ৬০টি আসনে জয় পেয়ে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। এই ফল আরও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ মুখ্যমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি এম. কে. স্ট্যালিন নিজেও তাঁর আসনে পরাজিত হয়েছেন।

তবে ডিএমকের আগের সরকারের একাধিক প্রবীণ মন্ত্রী নিজেদের আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। জয়ী নেতাদের মধ্যে রয়েছেন উদয়নিধি স্ট্যালিন , আই. পেরিয়াসামি, ই. ভি. ভেলু, এম. আর. কে. পন্নিরসেলভম, অনিতা রাধাকৃষ্ণন, শেখরবাবু, কে. এন. নেহরু, রাজাকান্নাপ্পন, সত্তুর রামচন্দ্রন, থঙ্গম থেনারাসু, মেয়্যানাথন এবং রঘুপতি।

অন্যদিকে, ডিএমকের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও প্রবীণ নেতা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। পরাজিতদের মধ্যে রয়েছেন দুরাইমুরুগন নিজে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম. সুব্রহ্মণ্যম, মূর্তি, অর্থমন্ত্রী পি. টি. আর. পালনিভেল থিয়াগা রাজন, টি. এম. ও. আনবারাসন, নাসের এবং অনবিল মহেশ।

নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ডিএমকে বিধায়ক দল উদয়নিধি স্ট্যালিন-কে তামিলনাড়ু বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত করেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি দলের নেতৃত্বে প্রজন্মগত পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত।

শ্রীলঙ্কার হেফাজতে আটক তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবীদের মুক্তির দাবিতে বিজয়ের চিঠি জয়শঙ্করকে

চেন্নাই, ১২ মে (আইএএনএস): শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর হাতে আটক তামিলনাড়ুর ছয় মৎস্যজীবীর মুক্তি এবং বাজেয়াপ্ত মাছধরা নৌকা ফিরিয়ে আনার দাবিতে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে চিঠি দিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়।

মঙ্গলবার পাঠানো ওই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মৎস্যজীবীদের বারবার শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেফতার হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, এই পরিস্থিতির ফলে উপকূলবর্তী এলাকার বহু পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

চিঠিতে তিনি বিদেশমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, রামনাথপুরম জেলার মণ্ডপম এলাকার ছয় মৎস্যজীবীকে মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমারেখা (আইএমবিএল) অতিক্রমের অভিযোগে আটক করেছে। আটক মৎস্যজীবীদের নাম অ্যালেক্স, অ্যান্টনি রাজন, সান্থানা আরোকিয়াস, অরুল ডি'ব্রিট্টো, অ্যালবার্ট এবং সাহায়া সেলভাসানু।

মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি অনুযায়ী, তাঁরা ১০ মে মণ্ডপম উপকূল এলাকা থেকে একটি দেশীয় নৌকায় নিয়মিত মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে যান। পরে ১২ মে শ্রীলঙ্কার নৌসেনা তাঁদের আটক করে। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবীদের বারবার গ্রেফতারের ঘটনা এখন বড় মানবিক ও জীবিকাগত সমস্যায় পরিণত হয়েছে। পাল্ক উপসাগর এলাকার উপর নির্ভরশীল শত শত মৎস্যজীবী পরিবার এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন কারাগারে তামিলনাড়ুর মোট ৫৪ জন মৎস্যজীবী বন্দি রয়েছেন। পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবীদের ২৬৪টি মাছধরা নৌকা শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করেছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রের জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিদেশমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন, উপযুক্ত কূটনৈতিক মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করে আটক মৎস্যজীবীদের মুক্তি এবং তাঁদের নৌকা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক।

উল্লেখ্য, পাল্ক প্রণালী এলাকায় ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে দীর্ঘদিনের মৎস্যজীবী সমস্যা নিয়ে একাধিক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হলেও তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবীদের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর সংঘাতের ঘটনা বারবার সামনে আসছে। তামিলনাড়ু সরকার বরাবরই জানিয়ে এসেছে, ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবীদের জীবিকার বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা উচিত এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের গ্রেফতার ও নৌকা বাজেয়াপ্তের ঘটনা বন্ধ হয়, তার জন্য স্থায়ী কূটনৈতিক সমাধান প্রয়োজন।

মঙ্গলবার ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়িতে মঙ্গলচণ্ডী পূজো অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয় এই পাঁচ কারণেই

কার কখন মৃত্যু হবে কেউ জানেনা। মৃত্যু বলে কয়ে আসে না। অনেক সময়ই রাতে ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয়ে যায়। অনেকেই বলেন, ঘুমের মধ্যে মৃত্যু যেন শান্তির চলে যাওয়া। কিন্তু তাই কি? ঘুমের মধ্যে ঠিক কী কী কারণে মৃত্যু হয় জানেন?

অনেক ক্ষেত্রে শরীরের মাত্রাতিরিক্ত ওজন, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, ঠান্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া ও অন্যান্য বেশ কিছু কারণে মানুষের নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। তবে স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে যা বাড়িয়ে দিতে পারে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি।

একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, স্লিপ ডিসঅর্ডারের এই সমস্যায় হৃদপিণ্ডের ডান এবং বাঁ দিকের ভেন্টিকুলারের মারাত্মক ক্ষতি হয়। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩ কোটি মানুষ 'স্লিপ অ্যাপনিয়া'য় আক্রান্ত। দেখে নেয়া যাক কী কী কারণে ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয়-

১. হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে।

২. দম আটকে যাওয়া বেশির ভাগ সময়ই ঘুমের মধ্যে মৃত্যুর কারণ।

৩. স্ট্রোক, ঘুমের মধ্যে বাজে স্বপ্ন দেখেও মানুষের মৃত্যু হয়।

৪. ঘরে কার্বন মনোক্সাইডের প্রভাবেও অনেক সময় ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে।

৫. নাক ডাকার কারণেও মৃত্যু ঘটে। অবজ্ঞা না করে এই ধরনের কোনও সমস্যা থাকলে আগেভাগেই চিকিতসা করান।

মৃত্যুর কারণ হতে পারে কটন বাডের খোঁচায়!

কানে অস্বস্তি হলেই মানুষ কটন বাডস খুঁজেন। এই কটন বাডের মাধ্যমে কানে সুঁড়সুঁড়ি দিয়ে আরামও পেয়ে থাকেন। মানুষের এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে কিছু বাণিজ্যিক সংস্থা তৈরি করছে বিভিন্ন ধরনের কটন বাডস। কিন্তু আপনি জানেন কি এই কটন বাডস কানের কতোটা ক্ষতি করছে? সম্প্রতি কটন বাডের ব্যবহার নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি সমীক্ষা বেশ ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতোই। তাদের রিপোর্ট বলছে, প্রতিবছর বিশ্বে এতে মারা যায় প্রায় সাত হাজার মানুষ। বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় এ অঙ্ক নগণ্য হলেও ভবিষ্যতে এই সংখ্যা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়ে চিন্তিত আছেন চিকিৎসকরাও। চিকিৎসকদের মতে, কটন বাডের তুলা অসাবধানতায় কানে ঢুকে গিয়ে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের সাহায্যও নিতে হয়। শুধু তাই নয়, কটন বাডসের খোঁচায় কানের তরুণাস্থিও হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। যার ফলে দুর্বল হচ্ছে শ্রবণশক্তি।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, কানের ভেতর যেটুকু ময়লা থাকে, তা আদতে কানের ভেতরের পর্দাকে রক্ষা করে। খুব জোরে আওয়াজ, কাছ থেকে ফুঁ দেওয়া বা বাইরের কোন আঘাত - এসব থেকে কানের পর্দাকে রক্ষা করে এই ময়লা। তাদের মতে, কানের ভেতরের আঠালো পদার্থ আমাদের কানের জন্য ভাল। এসব কানের পর্দাকে বাইরের সংক্রমণ ও ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে। কানে ময়লা বেশি জমে যাওয়ার ধারণাটি একেবারেই ভুল। যেটুকু ময়লা অতিরিক্ত থাকে তা কান নানাভাবে বের করে দেয়। এর জন্য আলাদাভাবে খোঁচাখুঁচির দরকার হয় না। বিশেষজ্ঞরা বলেন, শরীর একটা নির্দিষ্ট ওজনের পর ময়লা নিজের ভেতরে রাখে না। এ জন্য তারা কান ভেতর থেকে পরিষ্কারের পরামর্শও দেন না। কান পরিষ্কারের এমন বাতিক থেকে না-কি অনেকে শ্রবণশক্তিও হারান।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কটন বাড ময়লাকে কানের পর্দার কাছে ঠেলে দেয়। যার ফলে আঘাত লাগে কানের নরম টিস্যুতে। কান যেহেতু শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে, তাই বাডসের প্রভাবে শ্রবণশক্তি ক্ষয় হওয়ার পাশাপাশি শরীরের সাম্যও নষ্ট করে।

আপনার স্ট্রেসের কারন কি ফাস্ট ফুড

আজকের যুগে যুবক, প্রাপ্ত বয়স্ক বা বৃদ্ধ সবারই স্ট্রেস লেভেল আকাশ ছোঁয়া। গতিময় জীবনযাত্রা, কাজের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা বা ব্যক্তিগত সমস্যার কারণেই হোক স্ট্রেস দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। সময় স্বল্পতার কারণে বেশিরভাগ লোকই ফাস্টফুডের আশ্রয় নেয় কারণ এটি সহজেই পাওয়া যায় এবং সুস্বাদুও। কিন্তু আপনি কী জানেন ফাস্টফুড স্ট্রেসের মাত্রা বাড়াতে ভূমিকা রাখে? ফাস্টফুড এবং স্ট্রেস কীভাবে সংযুক্ত তা জেনে নিন -

রক্তে শর্করার মাত্রা মেজাজ পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। নিউরোট্রান্সমিটার যেমন সেরোটোনিন, ডোপামিন এবং এসিটাইলকোলিন আমাদের চিন্তাভাবনা, অনুভব এবং আচরণের পদ্ধতিটিকে প্রভাবিত করে। ভিটামিন, খনিজ এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাব মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

নিউট্রিয়েন্টস জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায়, অল্প বয়সী বাচ্চাদের বেশি ওজন ও কম-আয়ের মায়েদের গবেষণায় অংশ নেওয়ার পরে, ফাস্ট-ফুড খাবার এবং উচ্চ-ফ্যাটযুক্ত স্ন্যাকস খাওয়ানো হয়েছিল। ১৬-সপ্তাহের এই প্রোগ্রামটির লক্ষ্য ছিল স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্যকর খাওয়া এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ প্রচার করে ওজন বাড়ানো রোধ করা।

যখন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের কথা আসে, গবেষকরা নারীদের তাদের চাপ সৃষ্টি করার সমস্যাগুলোর সমাধান করার পরিবর্তে, তাদের চিন্তাভাবনাটি বদল করার পরামর্শ দেয় এবং সমস্যাগুলো যখন ভুল হয় তখন নিজেকে দোষ না দেওয়ার পরামর্শ দেয়।

রান্নার ভুলে পুষ্টি নষ্ট হয়

খাবার থেকে শরীরে ঢোকে পুষ্টি। এই খাবারের জন্যই নানা আয়োজন। কাটাকাটি, ধোয়া তারপরে কড়াইতে মশলার সঙ্গে রান্না করা। আর এর প্রতিটি ধাপ শেষ হয় ভুলের মাধ্যমে। যার ফলে এই খাবার যখন প্লেটে পৌঁছায় তখন আর তেমন পুষ্টি থাকে না। যা খেয়ে অনেক সময় বিপদেও পড়তে হয়।

এবার জেনে নেয়া যাক ভুলগুলো কোথায় কোথায় -

সবজি কাটা ও ধোয়া

সচরাচর সবজি খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরা করে রান্নার আগ পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। যেসব সবজির খোসা ছাড়াতে হয় না এদেরও বোটার দিক থেকে কেটে ভিজিয়ে রাখার চল আছে। অনেকে আবার ময়লা, বিষাক্ত রং ও কীটনাশকের বিষমুক্ত করার জন্য ভিজিয়ে রাখেন। কিন্তু এই ভিজিয়ে রাখার ফলে সবজির ভিটামিন বি এবং সি-এর প্রায় ৪০ শতাংশ বের হয়ে যায়।

পুষ্টিবিদরা বলেন, সবজি কাটার আগে ভাল করে ধুয়ে জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত। তাতে কিছুটা ভিটামিন গেলে যাবে। তবে সবজি বড় করে কাটলে এবং কাটার পর না ধুয়ে সঙ্গে সঙ্গে রান্না করে নিলে ভিটামিনের অনেকটাই রক্ষা পায়। ফাইবার ও পুষ্টির কথা ভাবলে সবজির খোসা না ছাড়ানোই ভাল। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, হাই কোলেস্টেরল বা মেদে যারা ভুগছেন তাদের জন্য তো অবশ্যই। তবে বিষাক্ত রং ও কীটনাশকের জন্যই তা করা যায় না। এক্ষেত্রে পাতলা করে খোসা ছাড়াতে পারেন, তাতে দু'দিকই রক্ষা পাবে।

তেলের ধোঁয়া

অনেকের ধারণা গরম কড়াইতে তেল দেওয়ার পর যতক্ষণ না ধোঁয়া ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত মাছ বা সবজি কিছুই দিতে নেই। এটি ভুল ধারণা। বেশি সময় নিলে তেল ভেঙে ধোঁয়া ওঠার সঙ্গে উড়ে যায় এর উপকারি ফ্যাটি অ্যাসিড ও ভিটামিন। আর তৈরি করে ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস নামের ক্ষতিকর উপাদানও। যা হাই কোলেস্টেরল, হৃদরোগ, স্ট্রোক, অ্যালঝাইমার, ক্যান্সার ইত্যাদি জটিল রোগ সৃষ্টির কারণ।

ধোঁয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকাও বিপদ

ধোঁয়ায় সৃষ্টি হওয়া ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস যা রান্নার সময় শরীরে ঢোকে। এর হাত ধরেই শুরু হয় হৃদরোগ, ক্যান্সারের মতো নানা রোগ।

এছাড়া হাঁপানি রোগীর সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। তাই কড়াই গরম করে তেল দিন। তেলের ধোঁয়া বেরনোর আগেই সবজি, মাছ, মশলা আর যা দেওয়ার দিয়ে ঢেকে দিন। এতে ক্ষতিকর ধোঁয়ার হাত থেকে শরীর যেমন বাঁচবে তেমনি পুষ্টিও থাকবে অটুট।

ভাজায় যত দিক

ছাঁকা তেলে ভাজলে খাবারের ভিটামিন ও প্রোটিন যেমন কমে তেমনি বাড়ে ক্ষতিকর ট্রান্স ফ্যাট, ওজন ও অপুষ্টি। এর ফলে হাইপ্রেশার, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোকের আশঙ্কা থাকে। পোড়া তেলে ভাজলে অ্যালডিহাইড নামে জৈব রাসায়নিকের প্রভাবে ডায়াবেটিস, হাইপ্রেশার, লিভারের রোগ, অ্যালঝাইমার, পার্কিনসনিজমের আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়।

পুষ্টিবিদরা বলেন, স্বাদের খাতিরে সপ্তাহে এক-আধবার তেলে ভাজা অল্প করে খেতেই পারেন। তবে স্বাস্থ্যের কথা ভাবলে ছাঁকা তেলে না ভেজে কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ভাজুন, যাকে বলে শ্যালো ফ্রাই। মুচমুচে ভাজা খেতে চাইলে কিনে নিন এয়ার ফ্রায়ার। এতে বিনা তেলে আলু, বড়া ইত্যাদি সুন্দর ভাজা যায়।

পোড়া তেল নিয়েই যত সমস্যা

অনেক সময় কড়াই কাছিয়ে তেল রেখে দেওয়া হয় পরের রান্নার জন্য। অথবা যে তেলে মাছ, সবজি বা অন্য কিছু ভাজা হয়, পরের রান্নাগুলোতে দেওয়া হয় সেই তেল। এভাবে বার বার গরম হতে হতে পোড়া তেলে ক্ষতির মাত্রা অধিকহারে বাড়ে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পোড়া তেল আর একবার ব্যবহার করা যাবে কি না তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন কোন তেলে কত তাপমাত্রায় ভাজা হয়েছে, তেল কতক্ষণ গরম হয়েছে ও ঠান্ডা হওয়ার পর কীভাবে তাকে রাখা হয়েছে ইত্যাদি।

তবে সানফ্লাওয়ার, ক্যানোলা, সরিষা, তিল ও নারিকেল তেল উচ্চতাপেও মোটামুটি ঠিক থাকে। কাজেই মাঝারি তাপে অল্প সময় ধরে ডিপ ফ্রাই করলে পরে আর একবার সেই তেলে রান্না করতে পারেন। তবে তাকে ছেঁকে নিতে হবে। তেল ঘোলা হয়ে গেলে বুঝতে হবে তাতে ক্ষতিকর জৈব উপাদান আছে। তখন তা ফেলে দেওয়াই ভাল।

চকলেটও ওজন কমাতে পারে

যদি পরিমিত চকলেট খাওয়ার অভ্যাস করা হয় তবে বাড়তি ওজন কমতে পারে। চকলেটে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অন্যান্য পুষ্টিগুণ ওজন কমাতে সহায়তা করে বলে জানা যায় সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে। সাধারণত ডার্ক চকলেট স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে মিল্ক চকলেট কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সেটা জানার জন্যই পর্যবেক্ষণ চালায় 'ব্রিগাম অ্যান্ড উইমেন্স হসপিটাল'য়ের গবেষকরা।

নারীদের ওপর গবেষণা 'জার্নাল অব দ্যা ফেডারেশন অব আমেরিকান সোসাইটি ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি'তে প্রকাশিত এই পর্যবেক্ষণের ফলাফলে বলা হয়, দিনে বিভিন্ন সময় ১০০ গ্রাম (৩.৫ আউন্স) চকলেট খাওয়া মেনোপোজের আগে বিপাক বাড়াতে সহায়তা করে।

অংশগ্রহণকারী ১৯ জন নারীকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়। এক দল সকালে, অন্য দল রাতে চকলেট খান এবং শেষ দলটি কোনো রকম চকলেট খায় না। তবে অংশগ্রহণকারীরা তাদের দৈনিক খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনেনি। এই পরীক্ষা ১৪ দিন ধরে চলে।

চকলেট ওজন বাড়ায় না গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪ দিন চকলেট খাওয়া পর অংশগ্রহণকারীদের ওজন বাড়েনি না। সুতরাং ওজনের বৃদ্ধির পেছনে চকলেটকে দায়ী করা অপ্রাসঙ্গিক। নারী স্বাস্থ্যের ওপর চকলেট ইতিবাচক ভূমিকা রাখে গবেষণায় দেখা গেছে, সকাল ও রাতে চকলেট খাওয়া দুই দলের অংশগ্রহণকারীদেরই ক্ষুধা হ্রাস পায় এবং মিষ্টি খাওয়ার চাহিদা কমায়। রাত ও দিনে চকলেট খাওয়ার পার্থক্য রাত বা দিন দুই সময়ই চকলেট খাওয়া ক্যালরি কমায়। তবে রাতে চকলেট খাওয়া দিনের তুলনায় দ্বিগুণ ক্যালরি পোড়াতে সাহায্য করে বলে জানানো হয় এই গবেষণায়।

কারণ সকালে চকলেট খাওয়ার দল গড়ে ১৫০ এবং রাতে চকলেট খাওয়া দল ৩০০ ক্যালরি খরচ করতে পেরেছিল।

রাতে চকলেট খাওয়া দলের অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক পরিশ্রম ৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কোমড়ের মাপ ১.৭ শতাংশ হ্রাস পায় এবং ঘুম চক্র স্বাভাবিক থাকে বলে দেখা যায় গবেষণায়।

অন্ত্রের কার্যক্রম

চকলেট খাওয়ার ফলে অন্ত্রের 'মাইক্রোবাইওটা'র কার্যকারিতা বাড়ায় যা ক্ষুধা,

গুরুত্বপূর্ণ 'কিন্তু'

খাদ্যাভ্যাসে চকলেট যোগ করার আগে আরও কিছু জানা প্রয়োজন। নারীদের ওজন কমাতে চকলেট সহায়তা করে ঠিকই। তবে এতে ব্যবহৃত চকোলেটের ক্যালরির পরিমাণ প্রায় ৫৪২।

তাই চকলেট খাওয়ার ক্ষেত্রে ৩.৫ আউন্স আপনার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় খানিকটা বেশি হবে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

হার্ট অ্যাটাকের যে উপসর্গ অনেকেরই অচেনা

সাধারণ কয়েকটি উপসর্গ ছাড়াও হার্ট অ্যাটাকের রয়েছে ভিন্ন একটি লক্ষণ।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি)'র জরিপ অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় আট লাখ পাঁচ হাজার মানুষ হার্ট অ্যাটাক'য়ের শিকার হন শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই। প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন।

হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ চিন্তা করলে মাথায় আসে বুক ব্যথা, দম আটকে আসা, মাথা হালকা অনুভব করা, দুর্বল অনুভব করা এবং পুরো হাতে অস্বস্তি অনুভব করা।

সিডিসি'র পাঁচটি সাধারণ হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণের মধ্যে এর সবগুলোই আছে। তবে আরেকটি লক্ষণ সম্পর্কে জানিয়েছে সংস্থাটি যা মানুষ হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হিসেবে চেনেন না। অধিকাংশ মানুষের অজানা এই লক্ষণ হল চোয়াল, ঘাড় কিংবা পিঠে আকস্মিক ব্যথা কিংবা অস্বস্তি অনুভব করা।

এই উপসর্গ অনেক 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের শিকার ব্যক্তির মাঝে দেখা গেলেও তা মানুষের মাঝে পরিচিত নয়। এছাড়াও কোনো কারণ ছাড়াই ক্লান্তি, বমিভাব ও বমি ইত্যাদিও 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের লক্ষণ বলে জানায় সিডিসি।

সংস্থাটির দাবি "নারীদের মাঝেই এই উপসর্গগুলো দেখা যায় বেশি।"

বেস্টলাইফঅনলাইন ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'টেক্সাস এঅ্যান্ডএম কলেজ অফ ডেন্টিস্ট্রি'র আওতাভুক্ত 'সেন্টার ফর ফেইশল পেইন অ্যান্ড স্লিপ মেডিসিন'য়ের পরিচালক ও সহকারী অধ্যাপক স্টিভেন বেন্ডার বলেন, "অনেকে সময় 'হার্ট অ্যাটাক' কিংবা অন্য কোনো হৃদরোগের সমস্যা অনুভূত হয় চোয়াল, দাঁত কিংবা ঘাড়ে। শুধু যে বাম পাশেই হবে তা নয়, ডান পাশেও লক্ষণগুলো দেখা দেওয়া সম্ভব। আর নারীদের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাই বেশি।"

"এই উপসর্গগুলো একটানা ভোগাবে এমন নয়। রোগের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ব্যথা যাওয়া আসার মধ্যে থাকতে পারে। যেমন অনেক রোগী বলেন মাঝেমাঝেই গ্যাস কিংবা বুক জ্বালাপোড়া করে। তবে সেটা যে হৃদরোগের কিংবা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ তা কেউ চিন্তাও করেন না।"

এই বিষয়ে 'বিহেভিওরাল রিস্ক ফ্যাক্টর সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম সার্ভে' করে সিডিসি। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসা রোগীদের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়।

২০০৫ সালের ওই জরিপে মোট ৭১,৯৯৪ জন রোগীর তথ্য বিবেচনায় আনা হয়। এর মধ্যে মাত্র ৪৮ শতাংশ মানুষ জানতেন চোয়াল, ঘাড় আর পিঠ ব্যথার সঙ্গে 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের যোগাযোগ সম্পর্কে।

বোর্ড স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের 'অ্যানাটমিক প্যাথলজিস্ট' মেলিসা কনর্যাডো স্টপলার বলেন, "চিকিৎসকদের এই লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি। হার্ট অ্যাটাক'য়ের ব্যথা শুধু বাম নয় দুই হাতেই ছড়িয়ে যেতে পারে। আবার চোয়াল, মাথা কিংবা পিঠের দিকেও যেতে পারে। আর এই ব্যথাগুলো যখন হচ্ছে তখন বুক ব্যথা নাও থাকতে পারে।"

সিডিসি'র এই জরিপে আরও জানা যায়, হার্ট অ্যাটাক'য়ের যে লক্ষণ সম্পর্কে মানুষ সবচাইতে বেশি সচেতন তা হল দম আটকে আসা। ৯৩ শতাংশ মানুষ এ সম্পর্কে জানেন। ৬২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন শারীরিক দুর্বলতা, মাথা ঘোরানো, জ্ঞান হারানো ইত্যাদি হার্ট অ্যাটাক'য়ের উপসর্গ সেটা তারা জানেন। হাত ও কাঁধে ব্যথা হওয়া দুশ্চিন্তার বিষয় এটা জানেন ৮৫ শতাংশ। আর বুক ব্যথার সঙ্গে 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের সম্পর্কের ব্যাপারে জানেন ৯২ শতাংশ।

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন'য়ের মতে, উপসর্গ দেখে 'হার্ট অ্যাটাক' কি-না তা নিশ্চিত হতে না পারাটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। তবে যুক্তি সঙ্গত সন্দেহ হওয়া এবং সেই সন্দেহের ভিত্তিতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াটাই জরুরি। এই ক্ষেত্রে পুরুষ অবহেলা করেন বেশি নারীদের তুলনায়।

শারীরিক সমস্যার লক্ষণগুলোতে তারা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কম। মনে রাখতে হবে, যত দ্রুত রোগের লক্ষণ শনাক্ত করে চিকিৎসা নিতে যাবেন ততই সুস্থ হয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা বেশি হবে।

হিল জুতা পরলে পা ঘামে? রয়েছে সমাধান

হিল জুতা পরলে অনেকের পায়ে ঘাম হয়, যা বেশ অস্বস্তিকর। তবে কিছু পন্থা অবলম্বন করলে হিল জুতা পরা অবস্থায় পায়ের পাতা ঘামা রোধ করা যায়। এক্সপ্রেস ডটকো ডটইউকে'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাজ্যের হিল জুতার ব্র্যান্ড 'কায়া ক্যাপ্রিকল'য়ের প্রতিষ্ঠাতা এমজি স্মিট-এর দেওয়া পরামর্শগুলো এখানে দেওয়া হল। ডিওডোরেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া শুনতে আজব লাগলেও পায়ের গোড়ালির ঘাম কমাতে ডিওডোরেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া সহজ সমাধান হিসেবে কাজ করে। বাহুমূলের মতো গোড়ালিতেও ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করলে ঘাম কমাতে সহায়তা করে। এক স্তর ব্যবহারেই সারাদিন সতেজ থাকা যায়। ডিওডোরেন্ট নির্বাচনেরক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও হালকা প্রসাধনী বেছে নেওয়া প্রয়োজন। এতে দাগ ছোপ পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষত যারা উঁচু জুতা পরেন তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ।

হিল জুতা যেন পায়ের তুলনায় বেশি ছোট বা বড় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। একটু ফাঁকা যেন থাকে পায়ে। এমজি'য়ের মতে, "বাতাস চলাচল ঠিক রাখা আবশ্যক। অকারণেই বড় দেখায় এমন উঁচু জুতা না পরাই ভালো।" জুতার ভেতর কিছুটা ফাঁকা থাকলে কেবল ব্যথাই কমায় না বরং গোড়ালিতেও বাতাস চলাচল সহায়তা করে। ফলে গোড়ালি ঠাণ্ডা থাকে ও ঘাম মুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

কখনও শক্ত ও আঁটসাঁট জুতা পরা ঠিক না। এতে গোড়ালি গরম হয়ে ওঠে এবং ঘাম হয়।

মোজা ব্যবহার অধিকাংশ উঁচু জুতার সঙ্গে মোজা পরা যায় না। তবে মোজা ব্যবহার করলে পায়ে ঘাম তুলনামূলক কম হয়। 'কোর্ট হিল' পরলে এর সঙ্গে মোজা পরা যায়। ফলে পা কম ঘামে।

'ফুট পাউডার' ব্যবহার হিল জুতার সামনের দিক খোলা বা স্যান্ডেলের মতো না হয় তাহলে এতে সামান্য পাউডার ছিটিয়ে নেওয়া উপকার করে। পাউডার ঘাম শুষে নেয় এবং আরামে থাকতে সাহায্য করে। তবে এই পদ্ধতি তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন জুতার সঙ্গে পায়ে মোজা-ধরনের কোনো লাইনিং ব্যবহার না করা হয়। আর্দ্র থাকা পর্যাপ্ত পানি পান ঘাম কমাতে সহায়তা করে।

জল কম পান করা বা ব্যস্ততার কারণে জলপান করতে ভুলে যাওয়া শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে। ফলে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে ঘাম হয়। দৈনিক আট গ্লাস জল পান ঘামের পরিমাণ কমায়। ফলে উঁচু জুতা পরার বাঁধা থাকে না। মানসিক চাপ কমানো বিশেষজ্ঞদের মতে, মানসিক চাপ থেকেও পা ঘামে। তাই ঘাম কমাতে মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন। মানসিকচাপ কমাতে যোগ ব্যায়াম বা ধ্যান কার্যকর। এগুলো দীর্ঘ মেয়াদী হিসেবে মানসিক চাপ এবং এর কারণে হওয়া পায়ের ঘাম কমাতে সহায়ক।

পা ঘামার প্রবণতা থাকলে জুতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক ধরন বেছে নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বাতাস চলাচল করে, পা খোলা থাকে এমন জুতা বেছে নেওয়া উচিত। তাহলে পায়ের পাতা ঘামার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে।

বিরোধী দলনেতার উপপদ ঘিরে কেরলের বাম শিবিরে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব, চাপে এলডিএফ

তিরুবনন্তপুরম, ১২ মে : কেরলে বিধানসভা নির্বাচনে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভরাডুবির পর এবার জোটের অন্দরেই প্রকাশ্যে সামনে আসতে শুরু করেছে মতবিরোধ। বিরোধী দলনেতার উপপদ ঘিরে সিপিআই ও সিপিআই(এম)-এর টানাপোড়েন এখন বড় রাজনৈতিক সংঘাতে রূপ নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সূত্রের খবর, বিরোধী দলনেতার ডেপুটি পদটি সিপিআইকে দেওয়ার দাবি প্রকাশ্যে তোলেন সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক বিনয় বিশ্বম। তাঁর এই অসন্তোষ প্রকাশ করে এলডিএফ কনভেনর টি. পি. রামকৃষ্ণন বলেন, এ ধরনের মন্তব্যের বিষয় জোটের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে আলোচনা হওয়া উচিত, সংবাদমাধ্যমের সামনে নয়।

তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বিরোধ শুধুমাত্র একটি পদকে কেন্দ্র করে নয়, বরং বাম শিবিরের ভিতরে দীর্ঘদিনের চাপা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ।

পিনারাই বিজয়ন-এর নেতৃত্বে টানা এক দশক ক্ষমতায় থাকার সময় অন্তত দু'বার সিপিআই এমন অবস্থান নিয়েছিল, যাতে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের অবস্থান নরম করতে হয়েছিল। যদিও সিপিআই জোটে ছোট শরিক হিসেবেই ছিল, তবুও তারা কখনও পুরোপুরি সিপিআই(এম)-এর আধিপত্য মেনে নিতে রাজি ছিল না।

এবার নির্বাচনে বড় পরাজয়ের পর সেই অস্বস্তি আরও প্রকট হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দলীয় মূল্যায়নে সিপিআই নাকি সরাসরি পিনারাই বিজয়নের কাজের ধরণ ও সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেছে। জোটসঙ্গীর তরফে এমন সরাসরি আক্রমণ রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সিপিআইয়ের দাবি, এই নির্বাচনী বিপর্যয়ের পরে জোটের ভিতরে নতুন করে সমন্বয় ও শরিক দলগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে সিপিআই(এম) এখনও গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা পদগুলি ছাড়তে অনিচ্ছুক বলেই খবর।

ফলে বাম জোটের দীর্ঘদিনের চাপা দ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হতে চলেছে কি না, তা নিয়ে কেরলের রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে ১৪০ সদস্যের কেরল বিধানসভায় এলডিএফ মাত্র ৩৫টি আসনে জয় পেয়েছে। আগের বিধানসভায় তাদের আসন সংখ্যা ছিল ৯৯।

তৃণমূলের অধিকাংশ নেতাই দুর্নীতিগ্রস্ত, দাবি মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১২ মে : পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ মঙ্গলবার দাবি করলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই দুর্নীতিগ্রস্ত। পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বোস-কে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গ্রেপ্তার করার একদিন পরই এই মন্তব্য করেন তিনি।

কলকাতার ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, বালি পাচার, গরু পাচার এবং কালো টাকার মতো একাধিক দুর্নীতির ঘটনায় তৃণমূল নেতাদের নাম জড়িয়েছে।

তিনি বলেন, "তৃণমূলের অধিকাংশ নেতাই দুর্নীতিগ্রস্ত। এতদিন পুলিশ ও সরকার তদন্তের অনুমতি দেয়নি বলেই তদন্ত এগোয়নি। কিন্তু এখন সব মামলার তদন্ত আবার শুরু হবে। সবকিছুর তদন্ত হবে। সাধারণ মানুষ যা চায়, সেটাই কার্যকর করা হবে।"

বালি পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "গত কয়েকদিনে কি এ ধরনের কোনও ঘটনা শুনেছেন? আগে বালিভর্তি ট্রাক গ্রামে ঢুকে রাস্তা নষ্ট করত, গুন্ডা ট্যাক্স তোলা হত। এখন এসব বন্ধ হয়েছে। মানুষ চাইলে বিধায়কদের মাধ্যমে বা ই-মেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারেন। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তোলা হবে।"

মঙ্গলবারই মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন দিলীপ ঘোষ। এর আগে রবিবার নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর তিনি বলেছিলেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ক্ষমতায় এসে বিজেপি সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা।

তিনি তখন বলেন, "বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এখানে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না, মানুষ আতঙ্কে বাস করত। সব ক্ষেত্রেই কাজ করতে হবে, সময় লাগবে। তবে আমরা দ্রুত কাজ শুরু করব এবং মানুষ নিজের চোখেই পরিবর্তন দেখতে পাবেন।"

উল্লেখ্য, সোমবার পুর নিয়োগ দুর্নীতি ও অর্থপাচার মামলায় সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করে ইডি। কলকাতার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন-এর আওতায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

মোদীর মিতব্যয়িতার বার্তা নিয়ে সমালোচনার আগে কংগ্রেসের নিজেদের ইতিহাস দেখা উচিত: আর অশোক

বেঙ্গালুরু, ১২ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র মিতব্যয়িতা সংক্রান্ত বার্তা নিয়ে সমালোচনা করার আগে কংগ্রেস নেতাদের নিজেদের দলের ইতিহাস ফিরে দেখা উচিত বলে মন্তব্য করলেন কর্ণাটক বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আর অশোক।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বিজেপি নেতা আর অশোক অভিযোগ করেন, ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্পর্কে কোনও জ্ঞান না রেখেই কংগ্রেস নেতারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতিটি পদক্ষেপের বিরোধিতা করছেন।

তিনি বলেন, "আজকের কংগ্রেস নেতারা ইতিহাসও বোঝেন না, অর্থনৈতিক প্রশাসন সম্পর্কেও তাঁদের ধারণা নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিটি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাই যেন তাঁদের নিত্যদিনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

মোদীর মিতব্যয়িতা ও আর্থিক শৃঙ্খলার আহ্বানকে সমর্থন করে আর অশোক বলেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে দেশের মানুষের ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখা প্রয়োজন। এই ধরনের জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট আহ্বান নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের কটাক্ষ করা উচিত নয়।

এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-র ১৯৬৭ সালের একটি পুরনো সংবাদপত্রের কাটিংও শেয়ার করেন, যেখানে দেশের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাধারণ মানুষকে সোনা না কেনার আবেদন জানানো হয়েছিল।

এছাড়াও তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী-এর ২০১৩ সালের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করেন, যেখানে চলতি হিসাব ঘাটতি কমাতে মানুষকে সোনা কেনার প্রবণতা কমানোর আহ্বান জানানো হয়েছিল।আর অশোক অভিযোগ করেন, ইন্দিরা গান্ধী বা সোনিয়া গান্ধি-র আমলে এই ধরনের অর্থনৈতিক আহ্বানকে কংগ্রেস অর্থনৈতিক নীতি হিসেবে দেখত, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী একই কথা বললে সেটিকে ভুল বলে প্রচার করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, "কংগ্রেস সরকারের সময়ে এমন আবেদন করা হলে তা অর্থনৈতিক নীতি বলে ধরা হত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতীয় স্বার্থে একই ধরনের আবেদন করলে কংগ্রেস সেটির বিরোধিতা করছে। এটিই তাদের দ্বিচারিতা।"

দেশের অর্থনীতি নিয়ে রাজনৈতিক মন্তব্য করার আগে কংগ্রেস নেতাদের অর্থনীতির প্রাথমিক ধারণা অর্জনের পরামর্শও দেন বিজেপি নেতা।

উল্লেখ্য, গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও ধৈর্যশীল থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংকটের প্রভাব গোটা বিশ্বের মতো ভারতের উপরও পড়ছে।

এরপর সোমবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী মোদীর বেঙ্গালুরুর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন এবং প্রশ্ন তোলেন, তিনি কি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, নাকি বিজেপির রাজ্য সভাপতি অথবা বিরোধী দলনেতা হিসেবে বক্তব্য রেখেছেন।

মণিপুরে দুই শীর্ষ জঙ্গি নেতা-সহ গ্রেপ্তার ৮, উদ্ধার বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার

ইম্ফল, ১২ মে (আইএএনএস) মণিপুরে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের দুই শীর্ষ নেতাসহ মোট আট জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গুলি এবং নথিপত্রও উদ্ধার হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জোগাম লিবারেশন ফ্রন্ট (জেডএলএফ)-এর স্বঘোষিত কমান্ডার-ইন-চিফ ভিনসেন্ট পুমজামাং তাইথুল এবং কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি)-এর স্বঘোষিত উপদেষ্টা খুম্বংমায়ুম আনন্দ মেইতি। চুরাচাঁদপুর, ইম্ফল পশ্চিম, কাকচিং ও ইম্ফল পূর্ব জেলা থেকে এই জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, বিপুল গুলি, মোবাইল ফোন এবং বেশ কিছু আপত্তিকর নথি উদ্ধার হয়েছে।এছাড়াও নিষিদ্ধ এছাড়াও প্রকাশক পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) এবং তাদের সরকারি মালিক বিপ্লবী পিপলস ফ্রন্ট (আরপিএফ)-এর চার সদস্যকে ইম্ফল পূর্ব জেলার লামলাই থানার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রদেশ সভাপতি

● প্রথম পাতার পর

বিশ্বশর্মার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আসাম তথা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের আরও এক নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনা হলো আজ। আসামে তৃতীয়বারের মতো বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের জন্য রাজ্যের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। এই বিজয়কে উন্নয়ন, সুশাসন ও জনবিশ্বাসেরই প্রতিফলন বলেই উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণের জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেও হার্দিক অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।এদিন শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যও। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়ন, সুশাসন ও জনকল্যাণের প্রতি পুনরায় অঙ্গীকারবদ্ধ এক শক্তিশালী নেতৃত্বের সাক্ষী হতে পেরে আনন্দিত বলে দাবী করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

জানানো হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বরং সংস্কারের নামে রাস্তা আরও সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। সঠিক পরিকল্পনা ও মান বজায় রেখে কাজ না হওয়ায় সমস্যা আগের তুলনায় আরও বেড়েছে বলে দাবি তাদের। স্থানীয়দের দাবি, আগে যেখানে দুইটি গাড়ি সহজেই যাতায়াত করতে পারত, এখন সেখানে সামান্য চলাচল ভুল হলে ঘটতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বিক্ষোভকারীরা জানান, বর্তমানে সরু ও ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। তাই অবিলম্বে রাস্তাটি প্রশস্ত করে টেকসইভাবে সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন তারা। পাশাপাশি দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন এলাকাবাসী। আজ মরাছড়া এলাকায় কমলপুর-মড়াছড়া ভায়া দুর্গাচৌমুহনি সড়কে পথ অবরোধে বসেন দুই গ্রামের গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে বেলা দেড়টা নাগাদ দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের বিডিও নরেন্দ্র দেবনাথ অবরোধ স্থানে গিয়ে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। এবং বিডিও নরেন্দ্র দেবনাথের আশ্বাসে অবরোধকারীরা রাস্তা অবরোধ তুলে নেন।

P'NIeT No. 50-57/EE/DWS/BLG/2026-27 dated 08/05/2026

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate e-tender in single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. 15/5/2026 for Constn. of 8 No.20,000 Gallon Capacity RCC Under ground Reservoir with pump house, installation of pump - motor, laying of distribution of pipe line in/c construction of 32 Nos. SBDTW at different places under Sepahijala District. For with at the O/O the Executive details please visit https:// tripuratenders .gov.in or contact Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

ICA/C-356/26 — **Executive Engineer DWS Division, Bishalgarh**

NOTICE INVITING TENDER FOR HIRING OF VEHICLE ON RENTAL BASIS

Sealed Tender is invited on behalf of the Governor of Tripura, from the bonafied registered private vehicle owners for hiring of 01(One) private vehicle (MARUTI ECCO Petrol) on rental basis within the District/State of Tripura for a period of 01(One) year during the year 2026-27. Tender will be received on 15/05/2026 to 18/05/2026 up to 3.00 PM in the O/o the Deputy Director of Agriculture Sepahijala District, Bishramganj and will be opened on the last day i.e. on 18.05.2026 at 4.00 PM. Interested Tenderer may participate in the tender following terms & conditions of NIT.

Details information along with term & conditions of NIT may be collected from the office of the Deputy Director of Agriculture, Sepahijala District, Bishramganj on any working days between 11 AM to 4 PM and will be available upto 24 hours before the schedule time of dropping of tender or may visit www.agri.tripura.gov.in for details information.

ICA/C-363/26 — **Sd/= (Dr. Bibhas Kanti De) Deputy Director of Agriculture Sepahijala District, Bishramganj.**

PNIeT No.: 07/EE/WRD-VI/e-tender/2026-27 Dt.08.05.2026

The Executive Engineer, W.R Division No-VI, Kailashahar, Tripura(U). invites e-tender from eligible bidders up to 3-00 PM on 18.05.2026 for 8 (Eight) No(s). MI Maintenance works under W.R Division No-VI, or e-mail to 2026-27. For details visit www.tripura.nic.in Kailashahar during the year 2026-27. eepwdwr6@gmail.com for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-368/26 — **Designation: Executive Engineer Water Resource Division No-VI, Kailashahar Tripura(U).**

PNIT NO:-04/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27 date: - 08/05/2026 under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

Sl No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIT No. 17/EE-KLP/ PWD(DWS)/2026-27	4,93,984.00	9880.00
2	DNIT No. 18/EE-KLP/ PWD(DWS)/2026-27	4,93,984.00	9880.00
3	DNIT No. 19/EE-KLP/ PWD(DWS)/2026-27	4,83,052.00	9661.00
4	DNIT No. 20/EE-KLP/ PWD(DWS)/2026-27	4,83,052.00	9661.00
5	DNIT No. 21/EE-KLP/ PWD(DWS)/2026-27	4,96,275.00	9926.00
6	DNIT No. 22/EE-KLP/ PWD(DWS)/2026-27	4,96,275.00	9926.00
7	DNIT No. 23/EE-KLP/ PWD(DWS)/2026-27	4,95,253.00	9905.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to 4.00 PM on 21/05/2026 Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the DWS Division office of Kalyanpur & Agartala-I in office hours.

ICA/C-372/26 — **(ER. SANJOY DEBNATH) Executive Engineer DWS Division, PWD Kalyanpur, Tripura**

N-O-T-I-C-E

Applications are invited for **One (01) post of Laboratory Technician (UR) & one (01) post of Laboratory Assistant (UR)** at Multi-Disciplinary Research Unit (MRU), AGMC on purely temporary basis. Eligible candidates may apply online through the **email address mru.agmcmru@gmail.com** on or before **19.05.2026. For more details, visit www.agmc.ac.in**

Principal Agartala Govt. Medical College

ICA/D-167/26 — **Agartala, Tripura**

বিক্ষোভ মিছিল

● প্রথম পাতার পর

ও মধ্য ভারতের সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং জাতীয় দাবি দিবস পালন উপলক্ষে মঙ্গলবার সোনামুড়া শহরে বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে বামপন্থী জনসংগঠনগুলি।

সভায় উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি ও কেন্দ্রের শ্রমনীতি নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ-র রাজ্য সম্পাদক অহিদুর রহমান।

বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী কালো শ্রমকোড কার্যকর করার পথে এগোচ্ছে। পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই ৮ মে ২০২৬ থেকে শ্রমকোডের কেন্দ্রীয় বিধি কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন বক্তারা।

তাদের দাবি, এই শ্রমকোড কার্যকর হলে দেশের শ্রমিক, কৃষিজীবী ও কর্মপ্রার্থীদের অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর প্রতিবাদে সোনামুড়া মহকুমাভিত্তিক উদ্যোগে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ ও বামপন্থী সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন। সভায় বক্তারা বলেন, জনস্বার্থবিরোধী এই নীতি কার্যকর করা হলে শুধু দেশেই নয়, ত্রিপুরাতেও বৃহত্তর আন্দোলন ও গণসংগ্রাম গড়ে উঠবে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ রাস্তায় নামতে বাধ্য হবেন।

শাহ

● প্রথম পাতার পর

মতে, মিউল অ্যাকাউন্ট বর্তমানে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়িয়ে ডিজিটাল প্রতারণা দ্রুত শনাক্ত ও প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে এই নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

PRESS SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- IE-SD/UDP/2026-27/01 Dated : 11/05/2026

Sl No.	DRAFT NIT NUMBER	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for Receipt of Application for issue of TenderForm	Time and date of opening of Tender
1	01/SDO/IE-SD/ UDP/2026-27	97075.00	1942.00	10(Ten) Days	Upto Office Hours on 14.05.2026	At 15.30 Hrs on 15.05.2026
2	02/SDO/IE-SD/ UDP/2026-27	97021.00	1940.00			
3	03/SDO/IE-SD/ UDP/2026-27	99085.00	1982.00			
4	04/SDO/IE-SD/ UDP/2026-27	99085.00	1982.00			

For details please contact to the office of the undersigned.

ICA/C-359/26 — **Sub-Divisional Officer Internal Electrification Sub-Division Udaipur, Gomati, Tripura**

PUBLIC ADVISORY

Dated: - 4th May, 2026

Drugs Control Administration, Tripura regularly collects sample of drugs from Government Institutions, as well as from the trade. Sampling of drugs is crucial for ensuring patient safety and effective drug quality control. It allows for assessing the quality of drugs, identifying potential problems, and providing reassurance to patients and regulatory bodies. Sampling also helps in developing strategies for maintaining consistent quality and availability of quality medicines. The following medicines are declared as Not of Standard Quality (NSQ) by the Government Analyst, State Drugs Testing Laboratory, Government of Tripura.

Sl No	Medicine Name	Details	Manufactured by -	Reported by-Test Report No./Date
01	**Pentokwid -DSR** (Pantoprazole Gastro-Resistant & Domperidone Frolonged - Release Capsules IP)	**Batch No-KC25G002** Mfg. date-07/ 2025 Exp. date 06/ 2027	Keylink Global Exim Pvt. Ltd., K. H. No. 111/143, Vill. Dhermajra, Tehsil, Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) - 174101.	State Drugs Testing Laboratory, Govt. of Tripura, Agartala. Report No: SDTL/ 18/M/2026/196-97 Dated: 20-04-2026
02	**MOX CV 625** (Amoxycillin and Potassium Clavulanate Tablets IP)	**Batch No-** BYC0043 Mfg. date 08/ 2025 Exp. date 01/ 2027	Sun Pharmaceuticals Ind. Ltd., Acme Plaza, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400059 At. Plot no. 16, Vardhman Industrial Estate, Vill. Bahadurpur Saini, NH-58, Haridwar (Uttarakhand) 247667.	-DO- **Report No:** SDTL/19/M/2026/ 258-59 Dated: 22-04-2026
03	**CLAVAM 625** (Amoxycillin and Potassium Clavulanate Tablets IP)	**Batch No-** 25442306 Mfg. date 06/ 2025 Exp. date 11/2026	ALKEM HEALTH SCIENCE, A unit of Alkem Laboratories Limited, Unit-2, Samardung, Karek Block,, .O.: Namthang, Distt. Namchi, Sikkim 737137.	-DO- **Report No:** SDTL/32/M/2026/ 274-75 Dated: 23-04-2026
04	**Clavcrest 625** (Amoxycillin and Potassium Clavulanate Tablets IP)	**Batch No-** CF10077 Mfg. date MAR. 2025 Exp. date AUG, 2026	Finecure Pharmaceuticals Ltd., Plot No. C14+C15+C16/1, Arvind Megapark, Vasna Chacharwadi, Taluka: Sanand, Ahmedabad...	-DO- **Report No:** SDTL/08/M/2026/ 260-61 Dated: 23-04-2026

The general public is advised to verify the above mentioned drugs including the Batch No. before purchasing the medicine from any medical stores or pharmacies. The Drugs Control Administration will continue to collect samples for testing to strengthen vigilance against counterfeit drugs, thereby ensuring public health and safety. Any information regarding these Not of Standard Quality (NSQ) drugs may be reported to the local Inspecting Officer (Drugs).

ICA/D-168/26 — **Sd/- (Shri Subrata Das) I/C, Deputy Drugs Controller Government of Tripura, Agartala.**

তদন্তে সিবিআই

● প্রথম পাতার পর

ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে সরকার পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। তবে শুধুমাত্র পরীক্ষা বাতিল করলেই ন্যায়বিচার হবে না বলেও সংগঠনের দাবি।

এনএসইউআই-এর এক সদস্য বলেন, যতক্ষণ না প্রশ্নফাঁস চক্রের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, এনটিএ-কে জবাবদিহির আওতায় আনা হচ্ছে এবং গোটা যোগসাজশের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ ছাত্রদের আন্দোলন চলবে।

সংগঠনটি এনটিএ-র মতো প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং স্বাধীন তদন্তের দাবিও তোলে। আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এনএসইউআই সভাপতি বিনোদ জাখর বলেন, সরকার এখনও প্রশ্নফাঁস নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলেনি। পরীক্ষার আগেই প্রায় ১২০টি প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবার উদ্বিগ্ন। সরকারের জবাবদিহি কোথায়? আমরা ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ চাই। এনটিএ-ও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নিতে অক্ষম।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, এই ঘটনা বৃহৎ আকারের অনিয়মের প্রমাণ এবং এখনও পর্যন্ত কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত, তা নিয়ে নীরবতা বজায় রয়েছে।

এক বিক্ষোভকারী ছাত্র বলেন, আমাদের পরিবার নীট কোচিংয়ের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে। বাড়ি ছেড়ে মাসের পর মাস পড়াশোনা করতে হচ্ছে। তারপর পরীক্ষায় বসে জানতে হচ্ছে প্রশ্নফাঁস হয়েছে। বারবার এই ক্ষতি কেন হবে?

অন্যদিকে, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-ও ঘটনার তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংগঠনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রশ্নফাঁস ও পদ্ধতিগত ত্রুটির খবর দেশজুড়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে।

এবিভিপি জানিয়েছে, প্রবেশিকা পরীক্ষার পবিত্রতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে কোনও রকম আপস করা চলবে না। প্রশ্নপত্র ফাঁস শুধু পরীক্ষাব্যবস্থার উপর আঘাত নয়, বরং লক্ষ লক্ষ পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের সঙ্গে অন্যায়।

সংগঠনটি পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্তের দাবি জানিয়েছে। একইসঙ্গে, জাতীয় স্তরের পরীক্ষাগুলিতে উন্নত প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা, পরীক্ষাকেন্দ্রে নজরদারি বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা জোরদারেরও দাবি উঠেছে।

এবিভিপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বিরেন্দ্র সোলাঙ্কি বলেন, লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে নীটের মতো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়। এই ধরনের অনিয়ম তাদের মনোবল ও ভবিষ্যতের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। তাই নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি।

এলাকাবাসী

● প্রথম পাতার পর

যেতে সমস্যা হয়। এমনকি একটি অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারে না। তাই আর অপেক্ষা না করে গ্রামের মানুষ নিজেদের টাকায় রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ নিয়েছেন।"

তিনি আরও জানান, কেউ কেউ নিজেদের সামাজিক ভাতার টাকা থেকেও রাস্তা সংস্কারের জন্য অর্থ সাহায্য করেছেন। গ্রামবাসীদের আশা, অন্তত এই উদ্যোগের পর প্রশাসনের দৃষ্টি সমস্যাটির দিকে পড়বে।

এদিকে, স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা এলাকায় এসে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে মৌলিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে তেমন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

৩ বছরের কারাদণ্ড

● প্রথম পাতার পর

মজুমদারকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেয়। আদালত আরও জানিয়েছে, নির্ধারিত জরিমানার অর্থ অনাদায়ে অতিরিক্ত তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। পাশাপাশি আদালত রাজ্য পুলিশের মহা-নির্দেশককে নির্দেশ দিয়েছে, অভিযুক্তকে দ্রুত আটক করে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে।

মৃত্যু এক ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

আহত অবস্থায় ধনঞ্জয় বাবুকে উদ্ধার করে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তির নাম ধনঞ্জয় শব্দকর বলে জানা গেলেও, তাঁর স্থায়ী ঠিকানা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

অন্যদিকে, এত বড় দুর্ঘটনার পরও ই-রিক্সা চালক প্রায় অক্ষত রয়েছেন বলে জানা গেছে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ই-রিক্সাটিকে আটক করেছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি চালকের অসতর্কতাকোন কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাফল্যে মজদুর মনিটরিং সেলের উদ্যোগে ঝালমুড়ি বিতরণ।ছবি নিজস্ব।

ভারতের ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে শক্তিশালী বাণিজ্য দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে: সিইএ নাগেশ্বরন

নয়াদিল্লি, ১২ মে (আইএএনএস) : ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেকটাই নির্ভর করবে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে প্রযুক্তি গ্রহণ, অভিযোজন, সম্প্রসারণ এবং প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তোলা যায় তার উপর। মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করলেন দেশের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন।

রাজধানীতে আয়োজিত কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি-এর বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বিশ্বের বহু উন্নত অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে নেই, বরং উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সামনের সারিতেই রয়েছে।

নাগেশ্বরনের বক্তব্য, "ভারতের ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকেও সেই পথেই এগোতে হবে। আর তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শক্তিশালী বাণিজ্যিক দক্ষতা তৈরি করা।"

তিনি আরও বলেন, উদ্যোক্তাদের নিজেদের দক্ষতার উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে এবং কর্মীদেরও সেই পথে উৎসাহিত করতে হবে। হিসাবরক্ষণ, মানবসম্পদ, ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনার মতো পরিষেবা ক্ষেত্রেও দক্ষতা বৃদ্ধি জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তাঁর মতে, এই দক্ষতাই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথ তৈরি করবে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে আন্তর্জাতিক ভ্যালু চেইনের সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিআইআই-এর প্রাক্তন সভাপতি ও সিআইআই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স অন এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড লাইভলিহুড-এর চেয়ারম্যান আর দীনেশ। তিনি বলেন, "ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থনৈতিক গভীরতা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং কর্মসংস্থানের কাঠামোকে শক্তিশালী করতে এমএসএমই-গুলিকে সক্ষম করে তুলতে হবে।"

এদিকে সিআইআই-এর বর্তমান সভাপতি রাজীব মেমানি বলেন, ভারতের সামনে মূল প্রশ্ন শুধু আমদানি নয়, বরং উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কীভাবে গড়ে তোলা যায়।

উল্লেখ্য, চলতি মাসেই প্রধানমন্ত্রী-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জরুরি ঋণ গ্যারান্টি প্রকল্প চালুর অনুমোদন দিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংকটের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাগুলিকে আর্থিক সহায়তা দিতেই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

নীট প্রশ্নফাঁস মামলার তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন গেহলটের, রাজস্থান সরকারের ভূমিকা নিয়ে সরব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

জয়পুর, ১২ মে (আইএএনএস): ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি-কাম-এন্ট্রান্স টেস্ট (নীট) পরীক্ষা বাতিলের পর মঙ্গলবার প্রশ্নফাঁস মামলার তদন্ত ও পরিচালনা নিয়ে রাজস্থান সরকার এবং স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপের (এসওজি) ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। গেহলট অভিযোগ করেন, প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ও গ্রেফতারের ঘটনা সামনে আসার পরও এসওজি একটি এফআইআর পর্যন্ত দায়ের করেনি। তিনি বলেন, স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ একটি এফআইআরও নথিভুক্ত করেনি। মানুষ প্রশ্ন তুলছে, কেন আনুষ্ঠানিক মামলা দায়ের করা হল না এবং কেন কোনও রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়নি।তাঁর দাবি, গোটা বিষয়টি আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালনা করা উচিত ছিল। গেহলট বলেন, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এসওজি বিষয়টিকে পুরোপুরি জনসমক্ষে আসতে দেয়নি। এফআইআর ছাড়া কীভাবে তদন্ত এগোতে পারে? কেন তারা মামলা দায়ের থেকে বিরত থাকল? একইসঙ্গে বারবার পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্র সরকারকেও নিশানা করেন তিনি। তাঁর মতে, নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন সরকারের এই ধরনের ঘটনা রোধে আরও সক্রিয় হওয়া উচিত। তিনি বলেন, মোদী সরকারের উচিত প্রশ্নফাঁস রোধে গুরুত্ব দেওয়া। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ঙ্গস্তুন্দ্বত্রদ্রত্বন্খ ঞ্কন্খত্মস্তুদ্র-এর খতিয়ে দেখা উচিত কেন বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তহশিলদারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার

আগরতলা, ১২ মে: চড়িলাম বিধানসভার অন্তর্গত ব্রজপুর তহশিলের তহশিলদার ময়নাল হোসেনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাঙ্গামাটিয়া এলাকার এক বাসিন্দা। অভিযোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও সরকারি সহায়তার বিষয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করেছেন সংশ্লিষ্ট তহশিলদার।

অভিযোগকারী সুব্রত দেববর্মা জানান, তিনি বাথানমুড়া ভিলেজের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাঙ্গামাটিয়া এলাকার বাসিন্দা। গত ১০ মে একটি বিশাল বটগাছ ভেঙে তার বসত ঘরের ওপর পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘটনার পর তিনি বিষয়টি ব্রজপুর তহশিলদার ময়নাল হোসেনকে জানান। সুব্রত দেববর্মার অভিযোগ, বিষয়টি জানানো হলে তহশিলদার নাকি মন্তব্য করেন যে, "১০ মে সিপাহিজলা জেলায় কোনো ঝড়-বৃষ্টি হয়নি।" এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি।

উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সরকারি নিয়ম মেনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তহশিলদারের তদন্ত রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে অভিযোগ উঠেছে, এই ঘটনায় দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তহশিলদারের দায়িত্বজ্ঞান ও আচরণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন এ ঘটনায় কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বিভেদমূলক সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে পূর্ত দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে তিপ্রামথার ডেপুটেশন

আগরতলা, ১২ মে: রাজ্য সরকারের জারি করা "বিভেদমূলক সার্কুলার" প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার আগরতলার মহাকরণে পূর্ত দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব মজুমদারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করলেন তিপ্রামথার বিধায়ক ও এমডিসিরা।

এদিনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, বিধায়ক ফিলিপ রিয়াং, বিধায়ক পাথান লাল জমাতিয়া, এমডিসি সুরোজ দেববর্মা, এমডিসি জিতেন দেববর্মা এবং এমডিসি জেমস দেববর্মা।

স্মারকলিপি প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিনিধি দলের নেতা তথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার ফলে এডিসি এলাকার লাইসেন্সধারীরা নন-এডিসি এলাকার টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তাঁর দাবি, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিভেদমূলক এবং এর ফলে এডিসি এলাকার ঠিকাদার ও ব্যবসায়ীরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, দেশের অন্য কোনো রাজ্যে এ ধরনের নিয়মের নজির নেই। তাই অবিলম্বে এই সার্কুলার প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়েছে পূর্ত দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। রঞ্জিত দেববর্মা জানান, বিষয়টি নিয়ে খুব শীঘ্রই পূর্ত দফতরের সচিব এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।

নকল পিস্তল দেখিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা, মেলাঘরে হাতে নাতে ধৃত যুবক

মেলাঘর, ১২ মে: সিপাহিজলা জেলার মেলাঘর থানার অন্তর্গত তৈবান্দাল চন্ডীবান এলাকায় নকল পিস্তল দেখিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে স্থানীয় যুবকদের হাতে ধরা পড়ল এক অভিযুক্ত। ধৃত ব্যক্তির নাম রবীন্দ্র ত্রিপুরা ওরফে দেব কুমার ত্রিপুরা। সে তৈবান্দাল শুকনাছড়া বেলবাড়ী এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মোহনভোগ ও চুন্দল এলাকার কয়েকজন যুবক চন্ডীবান লেক ঘুরে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় একটি নির্জন রাবার বাগান এলাকায় রবীন্দ্র ত্রিপুরা ও তার আরও চার সহযোগী তাদের পথ আটকায়। অভিযোগ, অভিযুক্ত রবীন্দ্র একটি পিস্তল বের করে যুবকদের ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা ও মূল্যবান সামগ্রী ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

তবে পিস্তল দেখে ভয় না পেয়ে সাহসিকতার পরিচয় দেন ওই যুবকরা। তারা অভিযুক্তদের বাধা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে রবীন্দ্রর চার সহযোগী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও স্থানীয় যুবকরা রবীন্দ্র ত্রিপুরাকে পাকড়াও করেন।

খবর পেয়ে মেলাঘর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় একটি পিস্তল। যদিও পুলিশি তদন্তে জানা যায়, সেটি আসলে একটি নকল বা খেলনা পিস্তল। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

ধৃত রবীন্দ্র ত্রিপুরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পলাতক চার সহযোগীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে মেলাঘর থানার পুলিশ। এদিকে, প্রকাশ্য দিবালোকে পিস্তল দেখিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টার ঘটনায় তৈবান্দাল ও চন্ডীবান এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় পুলিশের টহল আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন।

বিলোনিয়ায় জেলাভিত্তিক বর্ষবরণ উৎসব ১৪৩৩ উদযাপন, সম্মানিত দুই গৃহলক্ষী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ মে : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বর্ষবরণ উৎসব ১৪৩৩ মঙ্গলবার ঋষ্যমুখ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত।

অতিথিরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা বলেন, বাংলা নববর্ষ ও বর্ষবরণ উৎসব বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আবেগের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ধরনের উৎসবের মাধ্যমে যেমন বাঙালির চিরাচরিত সংস্কৃতি ও কৃষ্টি তুলে ধরা হয়, তেমনি নতুন প্রজন্মও সংস্কৃতিমনস্ক হয়ে ওঠার প্রেরণা পায়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সদস্য বিভীষণ চন্দ্র দাস এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দীপায়ন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য বকুল দেবী দেবনাথ, জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য আশীষ বৈদ্য, বিশিষ্ট সমাজসেবক নকুল পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর।এদিন মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা সমবেত সঙ্গীত, নৃত্য এবং যাত্রাপালা পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করেন।অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'গৃহলক্ষী' সম্মান প্রদান। নলুয়ার কাজল দেবনাথ এবং কৃষ্ণপুরের কল্পনা দেবনাথকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। অতিথিরা তাঁদের হাতে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও তাম্রপাত্র তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানান।

গন্ডাছড়ায় এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

গন্ডাছড়া, ১২ মে: গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে গন্ডাছড়ায় অনুষ্ঠিত হলো স্বচ্ছ ভারত অভিযান। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সাতদিনব্যাপী বিশেষ শিবিরের অংশ হিসেবে সোমবার এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বিশেষ ক্যাম্পের শুভ সূচনা করা হয়। মঙ্গলবার ছিল শিবিরের দ্বিতীয় দিন। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ এনএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবকরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গন্ডাছড়া সদর বাজার এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালনা করেন। প্রোগ্রাম অফিসার ভাস্কর ঘোষের তত্ত্বাবধানে বাজারের বিভিন্ন কর্দমাক্ত ও অপরিচ্ছন্ন স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে অংশ নেন স্বেচ্ছাসেবকরা। এনএসএস কর্মীদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। গন্ডাছড়া বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তরুণ দেবনাথ স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নেওয়া সকল এনএসএস কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শান্তিরবাজারে মারুতি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত দুই বাইক আরোহী

শান্তিরবাজার, ১২ মে: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি শান্তিরবাজার মহকুমাতেও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা। ফের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন দুই বাইক আরোহী।

জানা গেছে, মঙ্গলবার শান্তিরবাজার ট্রাই-জংশন এলাকায় আগরতলা থেকে শান্তিরবাজারগামী টি আর ০১ বি ডাব্লিউ ০৪৯৮ নম্বরের একটি টাটা টিগোর গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাইক দুটি হল টি আর ০৮ এইচ ৬৭১৩ নম্বরের পালসার এবং টি আর ০৮ এফ ৫৩৬২ নম্বরের স্প্লেন্ডার মোটরসাইকেল।

এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন কলাবাড়িয়া এলাকার বাসিন্দা দীনেশ দাস (৩০) এবং মাইছড়া এলাকার বাসিন্দা বাপী দাস (২৪)। ধাক্কার তীব্রতায় দুই যুবক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ও ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, গাড়ি চালকের অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

গাড়ির নম্বর সূত্রে জানা যায়, গাড়িটি প্রদীপ পাল নামে এক চিকিৎসকের নামে নিবন্ধিত। তবে দুর্ঘটনার পর চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, পুলিশের সহযোগিতায় চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই এখন নজর এলাকাবাসীর।

দুপুর গড়িয়েও তালাবন্ধ রাজাপুর পঞ্চায়েত অফিস, ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ

শান্তিরবাজার, ১২ মে : বেলা ১টা পেরিয়ে গেলেও তালাবন্ধ পড়ে রয়েছে বগাফা ব্লকের অন্তর্গত রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকাবাসী। তাঁদের প্রশ্ন, এটা কি সরকারি দপ্তর, নাকি কারও ব্যক্তিগত জমিদারি?

স্থানীয়দের অভিযোগ, দিনের পর দিন একই চিত্র দেখা যাচ্ছে রাজাপুর পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েত সচিব সুব্রত নাথ, তুলসী দে এবং জিআরএস প্রমোদ রিয়াং ও শৈলেন রিয়াং নিয়মিত দেরিতে অফিসে আসেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সকাল ১০টার মধ্যে অফিস খোলার কথা থাকলেও বেলা গড়িয়েও অফিসে তালা ঝুলতে দেখা যায়।

এর ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। দূর-দূরান্ত থেকে আসা খেটে-খাওয়া মানুষজন রোদে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। কারও প্রয়োজন জরুরি শংসাপত্র, কারও জব কার্ড সংক্রান্ত কাজ, আবার কেউ আবাস যোজনার খোঁজ নিতে এসে সমস্যায় পড়ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, "আমাদের ট্যাক্সের টাকায় বেতন নিয়ে যদি অফিসই না খোলে, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?"

এদিকে গোটা ঘটনায় বগাফা ব্লক প্রশাসনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নিয়মিত সময়ে পঞ্চায়েত অফিস খোলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

"দুয়ারে সরকার" কর্মসূচির কথা বলা হলেও বাস্তবে রাজাপুর পঞ্চায়েতে "দুয়ারে তালা" ঝুলছে বলেই কটাক্ষ করছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

বাবার সঙ্গে বিবাদের পর কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যু, শোকের ছায়া ঠাকুরছড়া মগপাড়ায়

জোলাইবাড়ি, ১২ মে: বাবার সঙ্গে পারিবারিক বিবাদের জেরে ১৬ বছরের এক কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জোলাইবাড়ি ফাঁড়ি এলাকার ঠাকুরছড়া মগপাড়ায়। মৃত কিশোরের নাম রামুং মগ। সে স্থানীয় বাসিন্দা আপ্রুচি মগের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ জোলাইবাড়ি ফাঁড়ি থানায় খবর আসে যে ঠাকুরছড়া মগপাড়ায় এক কিশোর বাড়ির পাশের একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে কিশোরের মৃতদেহ ইতিমধ্যেই মাটিতে নামিয়ে রাখা হয়েছে।

এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আরক্ষাদপ্তরের এক কর্মী জানান, সকালে রামুংয়ের বাবা তাকে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে নিচে নামিয়ে আনেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, সোমবার রাতে বাবা ও ছেলের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। সেই ঘটনার জেরেই কিশোর আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই স্পষ্ট হবে। এদিকে, ১৬ বছরের কিশোরের অকাল মৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিয়মিতকরণের দাবিতে পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন রেগা কর্মীদের

আগরতলা, ১২ মে : বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার খোয়াই জেলার পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন রেগা প্রকল্পে কর্মরত কর্মীরা।

জানা যায়, পদ্মবিল ব্লকের অধীনে কর্মরত রেগা প্রকল্পের সমস্ত কর্মীরা পাঁচ দফা দাবি নিয়ে ব্লক আধিকারিক অমিত জমাতিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মূলত চাকরির নিয়মিতকরণ সহ কর্মীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবিদাওয়া তুলে ধরতেই এই ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

রেগা কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পে কাজ করলেও তারা এখনও স্থায়ীকরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পাশাপাশি কর্মপরিবেশ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তারা।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে কর্মীরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের দাবিগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন এবং দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানান।

প্রতিকূলতার মাঝেও সাফল্য, নজর কাড়ল কৈলাসহরের দুই কৃতি ছাত্রী

কৈলাসহর, ১২ মে: অভাব আর প্রতিকূলতাকে জয় করেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফল করেছে কৈলাসহরের রামকমল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী দিয়া দেবনাথ ও স্নেহা দে। দিয়া ৪৮৮ নম্বর পেয়ে ৯৭.৮০ শতাংশ এবং স্নেহা ৪৭৯ নম্বর পেয়ে ৯৫.৮০ শতাংশ নম্বর অর্জন করে এলাকায় প্রশংসিত হয়েছে।

দিয়ার বাবা কৃষক এবং স্নেহার বাবা দুর্ঘটনার পর বর্তমানে শয্যাশায়ী। কঠিন আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যেও দুই ছাত্রী নিজের পরিশ্রম ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় এই সাফল্য অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে দিয়া শিক্ষক হতে চায় এবং স্নেহা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখছে।

আগরতলায় রোগীর সুস্থতা নিয়ে প্রথম 'পেশেন্ট রিকভারি গাইডলাইনস' প্রকাশ

আগরতলা, ১২ মে: পি অ্যান্ড জি হেলথ এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে ভারতের চিকিৎসকদের জন্য প্রথম "পেশেন্ট রিকভারি গাইডলাইনস" বা রোগীর সুস্থতার নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। আগরতলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে "ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অফ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস ইন রিকভারি" শীর্ষক এই তথ্যভিত্তিক নির্দেশিকার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হয়।

উল্লেখ্য, পলিবিয়ন, নিউরোবিয়ন এবং লিভোজেন-এর প্রস্তুতকারক সংস্থা পি অ্যান্ড জি হেলথ এই উদ্যোগে অংশ নেয়। নির্দেশিকাটিতে রোগীদের দ্রুত ও কার্যকর পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, বিশেষত বি-কমপ্লেক্স ভিটামিনের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসকদের একটি বহুমুখী বিশেষজ্ঞ প্যানেল এই গাইডলাইনটি প্রস্তুত করেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো দেশজুড়ে রোগীদের সুস্থ হয়ে ওঠার চিকিৎসা প্রোটোকলকে আরও মানসম্মত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসম্পন্ন করে তোলা।

এই গাইডলাইন ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গুর মতো তীব্র রোগের পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, অস্ত্রোপচারের পরবর্তী পরিচর্যা এবং শিশুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও কার্যকর বলে জানানো হয়েছে। এতে প্রদাহ কমানো, টিস্যু মেরামত এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের বৈজ্ঞানিক ভূমিকা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিলিন্দ থাত্তে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পি অ্যান্ড জি হেলথ বলেন, "ভারতীয় রোগীদের সুস্থতার জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের সঠিক ব্যবহার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তথ্যের অভাব ছিল। এই নির্দেশিকাটি চিকিৎসকদের বাস্তবসম্মত সহায়তা করবে, যাতে রোগীরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পারেন।"

অন্যদিকে ডাঃ অভিজিৎ সরকার, আইএমএ ত্রিপুরা চ্যাপ্টার-এর প্রেসিডেন্ট জানান, ত্রিপুরার মতো প্রত্যন্ত ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ম্যালেরিয়া বা জ্বরজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এই গাইডলাইন সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চিল্ড্রেন হোম থেকে পালিয়ে বিশ্রামগঞ্জে পৌঁছাল তিন নাবালিকা, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

বিশ্রামগঞ্জ, ১২ মে: উদয়পুরের কাঁকড়াবন থানার অন্তর্গত শালগড়া এলাকার আলোর দিশারী চিল্ড্রেন হোম থেকে পালিয়ে যাওয়া তিন নাবালিকাকে মঙ্গলবার বিশ্রামগঞ্জের চেছড়িমাই এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ ওই তিন নাবালিকা চিল্ড্রেন হোম থেকে পালিয়ে যায়। এরপর রাতভর হেঁটে মঙ্গলবার দুপুরে তারা বিশ্রামগঞ্জের চেছড়িমাই এলাকায় পৌঁছায়। সেখানে একটি বাড়িতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় জল ও খাবার চাইতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়।

পরবর্তীতে বিষয়টি বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এবং চিল্ড্রেন হোম কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও হোম কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন নাবালিকাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায়।

তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিল্ড্রেন হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই হোমে নাবালিকাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। পাশাপাশি তাদের পর্যাপ্ত খাবারও দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ ওঠে।

ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কৈলাসহরে পশুপাখির সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও টিকাকরণ বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ মে: প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে আজ কৈলাসহর জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও টিকাকরণ বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. সমরজিৎ দাস ও স্টেট ডিজিজ ইনভেস্টিগেটর ল্যাবরেটরির সহকারি অধিকর্তা ডা. বীণা সইকিয়া। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ কার্যালয়ের উপ অধিকর্তা ডা. তপন রায়।

এই কর্মসূচিতে রিসোর্সপার্সনগণ পশুপাখির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের উপায় এবং টিকাকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বর্তমানে ঊনকোটি জেলায় প্রায় ৯ হাজার পশুপালকের তথ্য আপডেট করা হয়েছে। আগামী ১৫ জুনের মধ্যে সব পশুপালককে ভারত পশুধন পোর্টালে তাদের তথ্য আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে ছাগল চুরি, অটো চালকদের তৎপরতায় ধরা পড়ল চোর

বিশালগড়, ১২ মে : প্রকাশ্য দিবালোকে ছাগল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার গকুলনগর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তবে অটো চালকদের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে অভিযুক্ত চোর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশনগর চা বাগান সংলগ্ন রেল ব্রিজ এলাকার সামনে থেকে একটি ছাগল চুরি করে নিয়ে আসে এক ব্যক্তি। অভিযোগ, ছাগলটি যাতে ডাকাডাকি করতে না পারে, সেজন্য তার মুখ বেঁধে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গকুলনগর রাস্তারমাথা অটো স্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছায় অভিযুক্ত। অটো স্ট্যান্ডে থাকা চালকদের নজরে আসে ছাগলটির মুখ বাঁধা রয়েছে। এতে সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। জেরার মুখে অভিযুক্ত অসংলগ্ন কথা বলতে থাকলে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। পরে চাপের মুখে সে স্বীকার করে যে রেল ব্রিজ এলাকা থেকে ছাগলটি চুরি করে এনেছে। এরপর খবর দেওয়া হয় বিশালগড় পুলিশে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে এবং উদ্ধার হওয়া ছাগলটিকে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার পর অটো চালকদের তৎপরতা ও সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রোগী কল্যাণ সমিতির গভর্নিং বডির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১২ মে: আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের সেমিনার হলে রোগী কল্যাণ সমিতির গভর্নিং বডির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজকের এই গভর্নিং বডির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন বিধায়ক মিনারাণী সরকার। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, প্রিন্সিপাল ডা. তপন মজুমদার, মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট এন্ড এইচ.ও.ডি ডা. বিধান গোস্বামী। এছাড়াও কাউন্সিলর এবং আর.কে.এস.এর সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত বর্ধিত সভায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রায় ২৮ কোটি টাকার বাজেট গৃহীত হয়। যে সমস্ত চুক্তিবদ্ধ কর্মচারি আর.কে.এস.এর অধীনে কাজ করছেন তাদের সাম্মানিক ভাতা ৩ শতাংশ হারে বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, পরীক্ষার ব্যবস্থার জন্য বাজেটে সংস্থান রাখা হয়। রোগী কল্যাণে যে সমস্ত প্রকল্প চালু আছে তা আগামী অর্থবছরেও চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 13-05-2026, 01:24

চিন্তন শিবির: বিনিময়ের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ভারতের ক্রীড়া ভবিষ্যতের সমন্বয় সাধন

।। পুলেলা গোপীচাঁদ।।

দুটি "চিন্তন শিবির"-এ অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, বর্তমান ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে এটি একটি অন্যতম সময়োপযোগী ও সুদূরপ্রসারী প্রভাববিস্তারকারী একটি উদ্যোগ। আমাদের দেশের ক্রীড়া-যাত্রার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আমরা আজ এসে দাঁড়িয়েছি। এটি এমন একটি মুহূর্ত, যেখানে সদিচ্ছা, বিনিয়োগ এবং অনুপ্রেরণা এমনভাবে একবিন্দুতে মিলিত হয়েছে, যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

গত এক দশকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, ভারতের ক্রীড়াঙ্গন প্রান্তিক অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে মূলধারার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে নিয়েছে। ক্রীড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আজ সমগ্র দেশজুড়ে একটি সুস্পষ্ট সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটি কেবল একটি প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র হিসেবেই নয়, বরং সুস্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা এবং জাতীয় গর্বের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবেও। বর্তমানে আমরা এমন একটি ক্রীড়া-পরিবেশ বা "ইকোসিস্টেম" প্রত্যক্ষ করছি যা একইসাথে সুবিশাল ও বৈচিত্র্যময়; যেখানে রাজ্য সরকারসমূহ, বেসরকারি সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ফেডারেশন এবং তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থা, অর্থাৎ সকলেই ক্রীড়া জগতের বিকাশে সক্রিয়ভাবে অবদান রেখে চলেছে।

"চিন্তন শিবির" যে বিষয়টাকে বিশেষভাবে মূল্যবান করে তুলেছে তা হলো, এর সেই অনন্য ক্ষমতা- যার মাধ্যমে এটি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদেরকে একটি অভিন্ন মঞ্চে সামিল করতে সক্ষম হয়েছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রটি তার নিজস্ব প্রকৃতিগত কারণেই উৎপাদন, বিনোদন, ফিটনেস, সংবাদমাধ্যম এবং শিক্ষার মত এমন বহুবিধ খাতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই "শিবির"টি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য অপরিহার্য একটি "যৌথ রূপকল্প" বা অভিন্ন লক্ষ্য তৈরি করে। এটি সমগ্র দেশের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে সবার সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের সফল ও অনুকরণীয় অনুশীলনগুলোকে প্রদর্শন করে তুলছে; যা অন্যদেরও সেই সফল পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনে ব্রতী হতে উৎসাহিত করছে।

"চিন্তন শিবির" হলো একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষণ-ব্যবস্থা যা নিছক একটি সম্মেলনের চেয়েও বেশি কিছু। এটি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পারস্পরিক মতবিনিময়, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো অনুধাবন এবং

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাধানের পথ খুঁজে বের করার সুযোগ প্রদান করছে। এটি একটি শক্তিশালী অনুপ্রেরণা হিসেবেও কাজ করছে, যা সাফল্যের গল্পগুলোকে তুলে ধরার পাশাপাশি এই ধারণাকেও সুদৃঢ় করে তুলছে যে, ভারতে খেলাধুলা কেবল অভিজাত পদক জয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি অংশগ্রহণ, সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তি এবং দেশ গঠনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

"ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট", "আন্তর্জাতিক যোগ দিবস" উদযাপন এবং সাইক্লিং ইভেন্টের মতো গণ-অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমগুলো খেলাধুলার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে সহায়তা করেছে। বর্তমানে সর্বোচ্চ স্তরের উৎকর্ষ সাধন করার পাশাপাশি 'সবার জন্য খেলাধুলা'-র ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। পদক জয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ- এই দুটি বিষয় এখন আর বিচ্ছিন্ন কোনো আলোচনার বিষয় নয়; বরং এগুলো একই অবিচ্ছিন্ন ধারারই দুটি ভিন্ন দিক।

শ্রীনগরে এই শিবিরের আয়োজন এর গুরুত্বে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই শহরের শান্ত ও স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য কেবল একটি মনোরম পটভূমিই উপহার দেয় না, বরং এটি গভীর ও শান্তচিত্তে চিন্তাভাবনা করার এক বিশেষ পরিবেশও তৈরি করে- যা যেকোনো অর্থবহ আলোচনার জন্য অপরিহার্য।

এই "চিন্তন শিবির"-এর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল "শ্রীনগর খেল সংকল্প" গ্রহণ। এই সংকল্পটি কেবল একটি অভিপ্রায় বা ইচ্ছাপ্রকাশের বিবৃতি মাত্র নয়। এটি এমন একটি ঐক্যবদ্ধকারী কাঠামো ছিল, যা ভারতীয় ক্রীড়া জগতের সকল অংশীজনের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। অভিন্ন লক্ষ্য, অগ্রাধিকার এবং দায়িত্বসমূহকে স্পষ্টভাবে রূপরেখাবদ্ধ করার মাধ্যমে এটি এমন একটি কর্মপন্থা বা "রোডম্যাপ" তৈরি করেছে, যা বিভাজন বা বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করছে।

"শ্রীনগর খেল সংকল্প"-র প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে এর সেই সক্ষমতার মধ্যে, যার দ্বারা এটি বিভিন্ন ভিন্নধর্মী অংশীদারদের, তথা সরকার, ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ, বেসরকারি খাত এবং সুশীল সমাজকে একই মঞ্চে বা একই মতাদর্শের ছায়ায় সমবেত করতে পেরেছে। এটি এই ধারণাটিকে আরও সুদৃঢ় করেছে যে, ভারতের ক্রীড়া জগতের উত্থান কেবল বিচ্ছিন্ন বা একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাধিত হতে পারে না। বরং, এই অগ্রযাত্রাকে অবশ্যই একটি সমন্বিত ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হতে হবে, যেখানে সম্পদ, জ্ঞান এবং বিশেষজ্ঞ দক্ষতাসমূহকে সম্মিলিতভাবে কাজে লাগানো হবে।

এই ধরনের সমন্বয় বা সংহতি অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে যদি ভারত ২০৩৬ সালের মধ্যে অলিম্পিক গেমসে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় স্থান করে নেওয়ার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। বিশ্বমানের ক্রীড়াবিদ গড়ে তোলার জন্য কেবল সহজাত প্রতিভা থাকাটাই যথেষ্ট নয়; এর জন্য প্রয়োজন একটি নিরবচ্ছিন্ন ও সুসংহত পরিবেশ বা "ইকোসিস্টেম"- যার অন্তর্ভুক্ত হলো তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভা অন্বেষণ, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ, উন্নত পরিকাঠামো, কোচিংয়ের উৎকর্ষতা, প্রতিযোগিতামূলক অভিজ্ঞতার সুযোগ এবং ধারাবাহিক আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান। এই "সংকল্প"টি সেই কৌশলগত বন্ধন হিসেবে কাজ করে, যা এই সমস্ত উপাদানকে একত্রিত করে একটি সুসংহত ও কার্যকর ব্যবস্থায় রূপ দিতে সক্ষম।

এই আলোচনাগুলো থেকে যা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হলো, সমগ্র পরিমণ্ডল জুড়ে থাকা আশাবাদ। সকলেরই এই বিশ্বাস রয়েছে যে, ভারতের ক্রীড়া ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এবং সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা একটি শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উচ্চ-মানের ক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারি। চিন্তন শিবির নানা দিক থেকেই একটি অনন্য পরীক্ষা। কিন্তু এটি ইতিমধ্যেই সফল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এটি আলোচনা, সমন্বয় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় একটি দেশের জন্য এই ধরনের মঞ্চগুলো শুধু উপকারীই নয়- এগুলো অপরিহার্যও। বিশ্ব ক্রীড়া মঞ্চে যদি আমরা আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলোকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করতে চাই, তবে এই আলোচনাগুলো অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে এবং সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে এর সমর্থন জোগাতে হবে। শ্রীনগর খেল সংকল্প আমাদের সেই দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। চিন্তন শিবির আমাদের সেই মঞ্চটি দিয়েছে। একত্রে, সেগুলি ভারতকে তার ক্রীড়া আকাঙ্ক্ষাকে সুস্থায়ী অলিম্পিক সাফল্যে রূপান্তরিত করার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করেছে।

(লেখক ভারতীয় জাতীয় ব্যাডমিন্টন দলের প্রধান জাতীয় কোচ)

লা লিগা জিতে সন্তুষ্ট নন ফ্লিক! ইউরোপ সেরা হতে চান বার্সেলোনার কোচ

পর পর দু'বার লা লিগা চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। রবিবার রাতে এল ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে স্পেনের সেরা ক্লাব হয়েছে তারা। কিন্তু শুধু লা লিগা জিতে খুশি নন হান্সি ফ্লিক। বার্সার কোচের লক্ষ্য দলকে ইউরোপের সেরা ক্লাব করা।

ফ্লিক দায়িত্ব নেওয়ার আগে পাঁচ মরসুমে মাত্র একটি ট্রফি ছিল বার্সার দখলে। তিনি আসার পর দুই মরসুমে পাঁচটি ট্রফি জিতেছে বার্সা। গত বার লা লিগা, কোপা দেল রে ও সুপার কাপ জিতেছিল তার দল। এ বার জিতেছে লা লিগা ও সুপার কাপ। অর্থাৎ, সাফল্যের দিক থেকে গত মরসুম ছিল সেরা। কিন্তু ইউরোপ সেরার লড়াই অর্থাৎ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ২০১৫ সালের পর থেকে সাফল্য পায়নি বার্সেলোনা। লিয়োনেল মেসি, লুই সুয়ারেস, নেমার জমানার পর আর ইউরোপ সেরার শিরোপা জোটেনি তাদের। গত বার সেমিফাইনালে হারতে হয়েছিল ইন্টার মিলানের কাছে। এ বার কোয়ার্টার ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদ তাদের হারিয়েছে।

ফ্লিক জানিয়েছেন, বার্সার কোচ হিসাবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য দু'টি। ফ্লিক বলেন, "আমার দুটো লক্ষ্য। প্রথম, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা। দ্বিতীয়, নৌ ক্যাম্প খুলে যাওয়ার পর সেখানে দলকে কোচিং করানো।" ফ্লিক জানিয়েছেন, দলের ফাঁক ভরাট করতে হবে তাঁকে। তিনি বলেন, "পরের বারও আমাদের দল বেশ ভাল। কিন্তু ট্রান্সফার উইন্ডো আমাদের কাজে লাগাতে হবে। কিছু জায়গায় এখনও ফাঁক রয়েছে। সেগুলো ভরাট করতে হবে। ভুল করার জায়গা নেই।"

ইনজিগো মার্তিনেস সৌদি আরবের ক্লাবে সই করার পর তাঁর পরিবর্ত খুঁজে পায়নি বার্সা। লেফ ব্যাক জেরার্ড মার্টিনকে সেন্ট্রাল ব্যাক করে খেলাতে হয়েছে। তিনি ও এরিক গার্সিয়া দুর্দান্ত খেলেছেন। কিন্তু এখনও এক জন বিশেষজ্ঞ সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার তাদের চায়। ৩৭ বছরের রবার্ট লেয়নডস্কি ও ফেরান টোরেস এ বার অনেক গোল করেছেন। কিন্তু বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে হ্যারি কেন বা প্যারিস সঁ জরমঁ-এর হয়ে উসমান ডেম্বেলে যে রকম খেলছেন, সেটা পারছেন না তাঁরা।

বার্সা আর্থিক সমস্যার মধ্যে রয়েছে। ফলে প্রচুর টাকা খরচ করে তারকা আনা কঠিন। এই পরিস্থিতিতে লা মাসিয়া অ্যাকাডেমি তাদের প্রধান ভরসা। এই অ্যাকাডেমি থেকেই লামিন ইয়ামাল ও পাউ কুবার্সিকে তুলে এনেছিলেন আগের কোচ জাভি। সেই অ্যাকাডেমির দুই তরুণ জাভি এসপার্ট ও টমি মারকুইসের উপর নজর রয়েছে ফ্লিকের।

বার্সার এই দলে অভিজ্ঞতা কম। ফলে কঠিন ম্যাচে অনেক সময় সমস্যায় পড়ছে তারা। বিশেষ করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে বড় দলের বিরুদ্ধে খেলা খারাপ হয়েছে। সেই কারণে, তারুণ্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হচ্ছে ফ্লিককে। মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ভাল সংযোজন। গোল করছেন। এল ক্লাসিকোতেও গোল করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতাও রয়েছে। যে সম্বল তাঁর কাছে রয়েছে সেই সম্বল নিয়েই আগামী মরসুমে ইউরোপ জয় করতে চান ফ্লিক।

সেমিফাইনালের টিকিট পেতে আজ হার্ভে-স্ফুলিঙ্গ, বিসিসি কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের টিকিট পেতে কাল মঙ্গলবার মহাগুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নামছে চার হেভিওয়েট দল। এমবিবি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে হার্ভে ক্লাব ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। ওল্ড প্লে সেন্টারকে মাত্র ১ রানের ব্যবধানে হারিয়ে নাটকীয়ভাবে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে হার্ভে ক্লাব, অন্যদিকে গত ১০ মে শতদল সংঘকে ৬ উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে দাপটের সাথে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে স্ফুলিঙ্গ। সমান্তরালভাবে নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে লড়াই হবে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ও কসমোপলিটান ক্লাবের মধ্যে। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তাদের আগের ম্যাচে সংহতি ক্লাবকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ছন্দে রয়েছে, অপরদিকে কসমোপলিটান ক্লাব ১০ মে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ৪০ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে নিজেদের শক্তির জানান দিয়েছে। ১৩ মে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে শুরু হতে যাওয়া এই দুই ম্যাচ ঘিরে ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে, কারণ জয়ী দলগুলো সরাসরি পৌঁছে যাবে টুর্নামেন্টের অন্তিম পর্যায়ে।

বড় ব্যবধানে জয়ী জেসিসি সেমিফাইনালে পারভেজের বোলিং তোপে চুরমার মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মৌচাক ক্লাবকে ২৪৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। সোমবার টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় জয়নগর। নির্ধারিত ৫০ ওভারের ম্যাচ হলেও ৫ বল বাকি থাকতেই ৩৯৪ রানের পাহাড় গড়ে তারা। দলের পক্ষে দুর্জয় রায় ৫৮ বলে ৯০ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন, যাতে ছিল ৭টি ছক্কা ও ৫টি চারের মার। এছাড়া নিরুপম সেন ৬৩ বলে ৬৪ এবং ঋতুরাজ ঘোষ রায় ৬৯ বলে ৬৪ রান করে দলকে বড় স্কোরে পৌঁছে দেন। মৌচাক ক্লাবের পক্ষে আব্দুল কালাম ৬৬ রানে ৩টি এবং দীপায়ন দাস ৪৫ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন। ইনিংস বিরতির পর বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বিঘ্নিত হওয়ায় ভিজেডি পদ্ধতিতে মৌচাক ক্লাবের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৪০ ওভারে ৩১৭ রান। কিন্তু জয়নগরের বাঁহাতি স্পিনার পারভেজ সুলতানের মারাত্মক বোলিংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে মৌচাকের ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ১৭.২ ওভারে ৭৩ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস।

অনূর্ধ-২০ জাতীয় ফুটবল : আরমা-কিশানদের দাপটে হিমাচলকে উড়িয়ে শুভ সূচনা ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা: ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ-২০ পুরুষ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল ত্রিপুরা। সোমবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে হিমাচল প্রদেশকে ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করল বিটু জমাতিয়ার নেতৃত্বাধীন রাজ্য দল। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকা ত্রিপুরার ফুটবলাররা হিমাচলের রক্ষণভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। খেলার ৩৪ মিনিটে চমৎকার এক গোল করে দলকে এগিয়ে দেন আরমা জমাতিয়া। প্রথমার্ধের ১-০ লিড নিয়ে বিরতিতে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধেও আধিপত্য বজায় রাখে সুশান্ত দেববর্মনের ছাত্ররা। ৫০ মিনিটে কিষাণ জমাতিয়া নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন (২-০)। ম্যাচের একদম অন্তিম লগ্নে অর্থাৎ ৯০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি নিশ্চিত করেন আরমা জমাতিয়া। গোলরক্ষক সৌরভ ত্রিপুরা ও রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে ফেরার কোনো সুযোগই পায়নি। এই জয়ের ফলে ৩ পয়েন্ট পকেটে পুরে গ্রুপ-ডি'র শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ে সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গেল ত্রিপুরা। উল্লেখ্য, আগামী ১৪ মে শক্তিশালী দিল্লির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে বিটুরা এবং গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচ খেলবে ১৬ মে সিকিমের বিরুদ্ধে। ওদিকে দলের এই বড় জয়ে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের মধ্যে খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা গেছে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে যাওয়ার লক্ষ্যে এই জয় দলের আত্মবিশ্বাস কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল বলে মনে করছে ফুটবল মহল।

তপন মেমোরিয়াল নকআউটে চলমানকে গুঁড়িয়ে সেমিফাইনালে ব্লাডমাউথ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা: মণিশঙ্কর মুড়াসিংহের বিধ্বংসী শতরান এবং বোলারদের সম্মিলিত দাপটে তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে বিশাল জয় তুলে নিল ব্লাডমাউথ ক্লাব। মঙ্গলবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে চলমান সংঘকে ১৭৬ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করল তারা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ব্লাডমাউথ ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩৪১ রানের পাহাড় গড়ে। দলের পক্ষে ওপেনার মণীশঙ্কর মুড়াসিংহ মাত্র ৫৫ বলে ১০টি ছক্কা ও ৬টি চারের সাহায্যে ১০৩ রানের এক টর্নেডো ইনিংস খেলেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন উদীয়ন বোস, যিনি ৮৩ বলে ৮৭ রানের লড়াকু ইনিংস উপহার দেন। এছাড়া শ্রীদাম পালের ব্যাট থেকে আসে ৪৩ রান। চলমান সংঘের পক্ষে কৃষ্ণধন নমঃ ৯ ওভারে ৭২ রান দিয়ে ৩টি এবং রাহুল সূত্রধর ৩১ রানে ১টি উইকেট দখল করেন।৩৪২ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে চলমান সংঘ। সায়ন দাসের ৫৭ বলে ৬১ এবং সম্রাট সিংহের ১২ বলে ২৮ রানের ইনিংস দুটি হার বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। ব্লাডমাউথ ক্লাবের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে মাত্র ২৬.৩ ওভারে ১৬৫ রানেই গুটিয়ে যায় চলমান সংঘের ইনিংস। ব্লাডমাউথের হয়ে অমিত আলী ২০ রানে ৩টি এবং সঞ্জয় মজুমদার ৫০ রানে ২টি উইকেট নেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন মণীশঙ্কর মুড়াসিংহ। এই জয়ের ফলে আগামী ১৫ মে টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে মাঠে নামবে ব্লাডমাউথ ক্লাব।

বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রাথমিক স্কোয়াডে নেই এস্তেভাও দাবি সংবাদমাধ্যমের

২০২৬ বিশ্বকাপে যেসব তরুণের ওপর বিশেষভাবে নজর রাখা হচ্ছিল, তিনি তাঁদের একজন। সাম্প্রতিক সময়ে হয়ে উঠেছিলেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তির অন্যতম ভরসাও। তাঁকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছিলেন অনেক ব্রাজিল সমর্থক। সেই এস্তেভাও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন। গত এপ্রিল মাসের শেষ দিকে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ার পর আশা করা হচ্ছিল, এস্তেভাও হয়তো দ্রুত সেরে উঠে বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেবেন। কিন্তু সেটি আর হচ্ছে না। বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন জানিয়েছে, ব্রাজিল ও চেলসির চিকিৎসক দল টুর্নামেন্টের আগে এস্তেভাওয়ের শতভাগ ফিট হয়ে ওঠার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। পাশাপাশি এস্তেভাও নিজেও নাকি বুঝতে পেরেছেন, বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। গত সপ্তাহে চিকিৎসার জন্য সাবেক ক্লাব পালমেইরাসে ফেরার পর এস্তেভাওকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল বলেও জানিয়েছে সূত্রগুলো। সব মিলিয়ে চেলসির এই উইঙ্গারকে বাদ দিয়েই ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি বিশ্বকাপে ৫৫ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছে ইএসপিএন। এস্তেভাওয়ের প্রাথমিক স্কোয়াডে জায়গা করে নিতে না পারার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো'ও।ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, জাতীয় দলগুলোর ১১ মের মধ্যে ৫৫ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দেওয়ার কথা ছিল। এ তালিকা প্রকাশ করা না হলেও চূড়ান্ত ২৬ সদস্যের দল কেবল এ তালিকা থেকেই বেছে নিতে হয়।সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি যদি সত্য হলে এস্তেভাওয়ের ছিটকে পড়া ব্রাজিলের জন্য বড় ধাক্কা। ১৯ বছর বয়সী এই তরুণ গত এক বছরে 'সেলেসাও'দের হয়ে আলো ছড়িয়েছেন, মাঠের ডান প্রান্তে তাঁর গতি ও ধারালো আক্রমণ দলের বড় ভরসা হয়ে উঠেছিল। চোটে পড়ার আগে এস্তেভাওকে বিশ্বকাপ দলে প্রায় নিশ্চিত ধরে নেওয়া হচ্ছিল।আনচেলত্তির অধীনে ব্রাজিলের হয়ে ৭ ম্যাচে ৫ গোল করার পাশাপাশি ৫টি গোলও করিয়েছেন এস্তেভাও। ইতালিয়ান এই কোচের অধীনে ব্রাজিলের কোনো ফুটবলারের এটাই সর্বোচ্চ গোল ও অ্যাসিস্ট। পাশাপাশি তাঁর খেলায় চিরায়ত ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের সৌন্দর্যও আছে। তাই এস্তেভাওকে হারানোয় নিশ্চিতভাবে দুশ্চিন্তায় পড়বেন আনচেলত্তি।গুরুতর চোটের কারণে এর আগে ব্রাজিলের এদের মিলিতাও ও রদ্রিগো ছিটকে পড়েন বিশ্বকাপ থেকে। সে তালিকায় এবার যোগ হলো এস্তেভাওয়ের নাম। তবে ৩৪ বছর বয়সী নেইমার চতুর্থ বিশ্বকাপ খেলার পথে এক ধাপ এগিয়েছেন।

গুরুতর অসুস্থ টুটু বোস ভেন্টিলেশনে রয়েছেন মোহন বাগান রত্ন, উদ্বেগে অনুরাগীরা

গুরুতর অসুস্থ টুটু বোস। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন বর্ষীয়ান ক্রীড়া প্রশাসক। দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। আপাতত তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গতকাল রাত থেকে এখনও পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি টুটুবাবুর। তাঁকে কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। মোহনবাগান ও ফুটবলের অন্যতম প্রাণপুরুষের অসুস্থতার খবর পেয়ে উদ্বেগে রয়েছেন অনুরাগীরা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই খোঁজ নিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধেয় অসুস্থ হয়ে পড়েন মোহনবাগানের প্রাক্তন সভাপতি স্বপনসাধন বোস ওরফে টুটু বাবু। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তাঁকে প্রথম থেকেই রাখা হয় ভেন্টিলেশনে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখনও জ্ঞান ফেরেনি টুটু বাবুর। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছে যান সদ্য দায়িত্ব নেওয়া ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। খোঁজখবর নেন মোহনবাগানের প্রাণপুরুষের। হাসপাতালে যান সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেও। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও টুটুবাবুর শারীরিক অবস্থা নিয়ে খোঁজ নিয়েছেন। কঠিন সময়ে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি।

বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ফুটবলের অন্যতম প্রাণপুরুষ টুটু বোস। হুইলচেয়ার ছাড়া চলাফেরা করা কার্যত অসম্ভব ছিল। এবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। গত কয়েকবছর তিনি সেভাবে ফুটবল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু মোহনবাগান ভক্ত এবং ফুটবল অনুরাগীদের মনে এখনও টুটু বাবুই সবুজ-মেরুনের অভিভাবক। তাঁর অসুস্থতায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা। সকলের প্রার্থনা, দ্রুত সেরে উঠুন তিনি।উল্লেখ্য, গত বছর মোহনবাগান দিবসের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিলেন টুটু বোস। তিনি প্রশাসক থাকাকালীন 'মোহনবাগান রত্ন' দেওয়া শুরু হয়। সেই সম্মানটাই গত বছর তুলে দেওয়া হয়েছিল টুটু বাবুর হাতে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বাইচুং ভুটিয়া, আইএম বিজয়ন, জোসে ব্যারেটো, সুব্রত ভট্টাচার্যদের মতো তারকাখচিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় টুটু বাবুকে। সম্মান পেয়ে ছলছল চোখে জানিয়েছিলেন, এই সম্মান আসলে তাঁর হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। আগামী জন্মেও মোহনবাগানিই হতে চান তিনি।

স্পোর্ট ক্লাইম্বিং এর কোচিং ক্যাম্প সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।ত্রিপুরা স্পোর্ট ক্লাইম্বিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সহযোগিতায় গত সাত মে হইতে নয় মে পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী 'স্পোর্ট ক্লাইম্বিং এর উপর রাজ্যভিত্তিক রেসিডেন্সিয়াল কোচিং ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হয় বাধারঘাট স্থিত দশরথ দেব মেমোরিয়াল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। এই ক্যাম্পে রাজ্যের আটটি জেলা থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী সহ প্রশিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।কোচিং ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমঙ মগ, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত , ক্রীড়াপ্রেমী ও সমাজসেবী উত্তম দেবনাথ প্রমুখরা। এছাড়া অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সভাপতি খোকন চন্দ্র পাল, সহ-সভাপতি উদয় নোয়াতিয়া, সাধারণ সম্পাদক বিমল চন্দ্র সূত্রধর সহ আরো অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা করতে গিয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন যুবসমাজ যেন নেশাগ্রস্ত না হয় এবং বিভিন্ন খেলাধুলাতে নিজেকে জড়িয়ে রেখে মানসিক এবং শারীরিকভাবে সবল থেকে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অভিভাবক সহ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে কিভাবে পাহাড়ে চড়া যায় বা বিপর্যয় মোকাবেলায় কিভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা যেতে পারে সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জনগণনা ২০২৭: ১৭ মে থেকে গুজরাটে শুরু স্ব-গণনা, জুনে বাড়ি-বাড়ি তথ্য সংগ্রহ অভিযান

গান্ধীনগর, ১২ মে (আইএএনএস): আসন্ন জনগণনা ২০২৭-এর প্রস্তুতি জোরদার করতে গুজরাট সরকার বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজ্যে ১.০৯ লক্ষেরও বেশি গণনাকারী মোতায়েন করা হবে এবং মে মাসের মাঝামাঝি থেকে দুই সপ্তাহের জন্য শুরু হবে স্ব-গণনা (সেল্ফ-এনুমারেশন) প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার গান্ধীনগরে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের জনগণনা দফতর জানায়, ১৭ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত রাজ্যের নাগরিকরা একটি অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের বাড়ি, পরিবারের সুযোগ-সুবিধা এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য স্বেচ্ছায় জমা দিতে পারবেন। ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণনার ক্ষেত্রে নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়ানোই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

জনগণনা কার্যক্রমের পরিচালক সুজল মায়াত্রা বলেন, এই স্ব-গণনা পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিক নিজের তথ্য নিজে দিতে পারবেন। এতে তথ্য সংগ্রহ আরও দ্রুত ও নির্ভুল হবে। তিনি আরও জানান, আমাদের অনুরোধ, সবাই যেন এই সুযোগ সর্বাধিক ব্যবহার করেন, এতে দ্রুত ও উন্নত মানের তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হবে।

এরপর ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত রাজ্যব্যাপী বাড়ি-বাড়ি গণনা (হাউস-লিস্টিং অপারেশন) চালানো হবে। এই পর্যায়ে গণনাকারীরা একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করবেন। অধিকর্তারা জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ে বাড়ির সংখ্যা ও আবাসন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। জনসংখ্যা গণনা আলাদাভাবে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সম্পন্ন হবে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গুজরাটে বর্তমানে ৩৪টি জেলা, ২৬৮টি তালুকা, ১৮,১১৭টি গ্রাম, ১৯৭টি শহর এবং ১৭টি পৌর কর্পোরেশন রয়েছে। জনগণনার জন্য রাজ্যে ৫১টি প্রধান জনগণনা অফিস, ৬২৪টি চার্জ এবং ১,১০,৫৯৮টি হাউস-লিস্টিং ব্লক তৈরি করা হয়েছে।

এই কাজে ১,০৯,০৩৮ জন গণনাকারী এবং ১১,১৬৯ জন রিজার্ভ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৮,২৫৪ জন সুপারভাইজার এবং অতিরিক্ত ২,১৮৭ জন রিজার্ভ সুপারভাইজারও থাকবেন। অধিকর্তারা জানান, প্রতিটি গণনাকারীকে ৩০ দিনের কাজের সময়ে প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ জনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

তাঁরা জানান, বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) সহ অন্যান্য কর্মীদের সহযোগিতায় এই প্রক্রিয়া আরও দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে। সরকারি কর্মীদের কাজের চাপ নিয়ে উদ্বেগের প্রসঙ্গে সুজল মায়াত্রা বলেন, বিষয়টি রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে দেখা হচ্ছে এবং এটি নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়।

বাড়ি-বাড়ি গণনায় মোট ৩৩টি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর মধ্যে থাকবে বাড়ির অবস্থা, ঘরের সংখ্যা, পানীয় জলের উৎস, বিদ্যুৎ সংযোগ, শৌচাগার, রান্নার জ্বালানি, নিকাশি ব্যবস্থা, স্নানের সুবিধা এবং বাড়ির মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য। এছাড়া ডিজিটাল সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য যেমন ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, টেলিভিশন, কম্পিউটার, যানবাহন ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের তথ্যও সংগ্রহ করা হবে।

পরিবারে ব্যবহৃত প্রধান খাদ্যশস্য যেমন চাল, গম, জোয়ার, বাজরা ও ভুট্টা সম্পর্কেও তথ্য নেওয়া হবে। গণনাকারীরা বাড়ির মেঝে, দেওয়াল ও ছাদের উপকরণ, বাড়িটি আবাসিক না বাণিজ্যিক, এবং পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ ও সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কিত তথ্যও নথিভুক্ত করবেন। ২০১১ সালের তুলনায় এবার ইন্টারনেট ব্যবহার, স্মার্টফোন, বোতলজাত পানীয় জল এবং প্রধান খাদ্যশস্য সংক্রান্ত নতুন প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে। অধিকর্তারা স্পষ্ট জানিয়েছেন, নাগরিকদের কাছ থেকে কোনও নথিপত্র চাওয়া হবে না এবং ভবনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিল্ডিং ইউজ (বিইউ) অনুমোদনের মতো কোনও যাচাই করা হবে না।

জনগণনা আইন, ১৯৪৮ অনুযায়ী এই সময়ে সংগৃহীত সমস্ত তথ্য গোপনীয় থাকবে বলে জানানো হয়েছে। সরকার নাগরিকদের অনুরোধ করেছে, স্ব-গণনা এবং বাড়ি-বাড়ি সমীক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই যথাযথ ও সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে। তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানাতে গিয়ে সুজল মায়াত্রা বলেন, স্ব-গণনায় দেওয়া তথ্য প্রাথমিক পর্যায়ে থাকবে এবং বাড়ি-বাড়ি যাচাইয়ের সময় গণনাকারীর অনুমোদনের পরই তা চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১২ মে : আজ গৌহাটিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বি. এল. সন্তোষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, সাক্ষাৎকালে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়।

রাজবাড়ীর অন্দরমহলে মঙ্গলচণ্ডী পূজা, ভক্তদের ভিড়ে মুখর মন্দির প্রাঙ্গণ

আগরতলা, ১২ মে : ২৮শে বৈশাখ উপলক্ষে আগরতলার রাজবাড়ীর অন্দরমহলে অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলচণ্ডী পূজা। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্ত ও পুণ্যার্থীদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন দেবী মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা করা হয়। বহু ভক্ত পুজো দিয়ে পরিবারের সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন।জনশ্রুতি অনুযায়ী, ত্রিপুরার মহারানী মহারানী তুলসীবতি স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর এই মঙ্গলচণ্ডী পূজার সূচনা করেছিলেন। সেই ঐতিহ্য আজও রাজবাড়ীর অন্দরমহলে সমানভাবে পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছরের মতো এবারও শেষ মঙ্গলচণ্ডী পূজাকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ ও ভক্তিভাব লক্ষ্য করা যায়।

তীব্র পানীয় জলের সংকট উদয়পুরের রাজারবাগে, ক্ষোভে এলাকাবাসী

উদয়পুর, ১২ মে : দীর্ঘদিন ধরে তীব্র পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন উদয়পুর পৌরসভা এলাকার রাজারবাগের বাসিন্দারা। কখন জল আসে আর কখন জল চলে যায়, তা নিয়েও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ, গত পাঁচ থেকে সাত মাস ধরে রাজারবাগ এলাকায় নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে না। বহুবার উদয়পুর পুর নিগম এবং জল সম্পদ দপ্তরের আধিকারিকদের বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। এলাকাবাসীদের দাবি, যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে তা ব্যবহারের অযোগ্য। জলে অতিরিক্ত মাত্রায় আয়রন থাকায় রান্না থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অনেকের অভিযোগ, ওই জল ব্যবহার করলে বাসনপত্র ও কাপড়েও দাগ পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। দ্রুত বিশুদ্ধ ও নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন রাজারবাগের বাসিন্দারা।

পুলিশের সদর কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ এসএফআই-র

আগরতলা, ১২ মে : নিট-ইউজি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এবং বিশালগড়ে বাম কর্মীদের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার আগরতলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন(এসএফআই)ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। পরে পুলিশের সদর কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান কর্মী সমর্থকগণ।

সংগঠনের অভিযোগ, নিট-ইউজি পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। জানা গেছে, ৩মে অনুষ্ঠিত নিট পরীক্ষার আগে রাজস্থানে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সামনে আসে। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে প্রায় ২২ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী ওই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রের মিল পাওয়া গেছে বলেও দাবি উঠেছে।

এনটিএ সূত্রে জানা যায়, পরীক্ষার কয়েকদিন পর প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ তাদের নজরে আসে এবং বিষয়টি তদন্তকারী সংস্থাকে জানানো হয়। ইতিমধ্যে রাজস্থান ও উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার ছাত্র-যুব ভবন থেকে এসএফআইয়ের বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুলিশের সদর কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলে ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী এলাকায় পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ বাধা দেয়। পরে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড অতিক্রম করে সদর কার্যালয়ের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন।

এসএফআইয়ের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক সৃজন দেব অভিযোগ করেন, "এনটিএ ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।"

অন্যদিকে, সংগঠনের সদর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, সোমবার রাতে বিশালগড়ে এসএফআই মহকুমা কমিটির সম্পাদক হিমাদ্রি সরকার ঘোষ এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক বাম নেতা আক্রান্ত হন। এ বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় চাওয়া হলেও তা না পাওয়ায় তারা সদর কার্যালয় ঘেরাও ও সড়ক অবরোধে বাধ্য হয়েছেন বলে দাবি করেন আন্দোলনকারীরা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, হামলার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে এবং রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার পরিবেশ বন্ধ করতে প্রশাসনকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয় এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

জাতীয় দাবি দিবসে ধর্মনগরে বামপন্থী পাঁচ গণসংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ মে : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর যৌথ মঞ্চের আহ্বানে 'জাতীয় দাবি দিবস' উপলক্ষে ধর্মনগরে বামপন্থী পাঁচটি গণসংগঠনের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম কোড বাতিল, এনজিএনরেগা প্রকল্প পুনরায় চালু, ২০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা এবং সাম্প্রতিক শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন দুপুরে সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা দপ্তর প্রাঙ্গণ থেকে শ্রমিক, কৃষক, নারী, ক্ষেতমজুর ও উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি ভগৎ সিং কর্নারে গিয়ে পথসভায় পরিণত হয়। সেখানে শ্রমিকবিরোধী শ্রমকোডের প্রতীকী কপি দাহ করে প্রতিবাদ জানানো হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ এবং সিআইটিইউ রাজ্য সহ-সভাপতি অমিতাভ দত্ত। বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতি ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন।

সিআইটিইউ নেতা অমিতাভ দত্ত বলেন, "দেশজুড়ে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও মজুরির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে সেই আন্দোলন দমন করার চেষ্টা হচ্ছে। অবিলম্বে শ্রমিকবিরোধী শ্রমকোড বাতিল, এনজিএনরেগা প্রকল্প চালু এবং ২০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে দ্রুত আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।"

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, সারা ভারত কৃষক সভার জেলা সম্পাদক শশাঙ্ক মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক প্রদ্যুৎ শর্মা, সিআইটিইউ ধর্মনগর মহকুমা সভাপতি নিরঞ্জন দেবনাথ, সম্পাদক জহরুল হক, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের মহকুমা সম্পাদক প্রসন্ন ত্রিপুরা, সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির মহকুমা সম্পাদক বিজিতা নাথ, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের মহকুমা সম্পাদক অনুকূল দাস, জেলা সম্পাদক দুর্গেশ রায়সহ অসংখ্য নেতা-কর্মী ও সমর্থক।

শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র নিগ্রহের অভিযোগ,আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে পরিবার

কৈলাসহর, ১২ মে: কৈলাসহর শহরের এক বনেদি বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র নিগ্রহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, শিক্ষকের মারধরের জেরে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র অসুস্থ হয়ে বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ছাত্রের পরিবার।

অভিযোগকারী ছাত্রের পিতা গোপাল মিত্র জানান, সোমবার বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীন এক শিক্ষক তার ছেলেকে মারধর করেন। বাড়িতে ফেরার পর থেকেই ছাত্রটি অসুস্থ বোধ করতে শুরু করে এবং বারবার বমি করতে থাকে। পরে তাকে প্রথমে আরজিএম মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

ঘটনার পর অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ছাত্রের পরিবার। গোপাল মিত্রের দাবি, শুধু তার ছেলে নয়, ওইদিন আরও কয়েকজন ছাত্রও শিক্ষকের মারধরের শিকার হয়েছে।

যদিও বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানা গেছে, তবে পরিবারের তরফে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে বিষয়েও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তারা।

শিক্ষকের দাবিতে কাঞ্চনমালা এসবি স্কুলে বিক্ষোভ, গেটে তালা ঝুলিয়ে ধর্নায় ছাত্র-ছাত্রীরা

আগরতলা, ১২ মে : শিক্ষকের অভাব ও পরপর শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে মঙ্গলবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডুকলী বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন কাঞ্চনমালা এসবি স্কুলে বিক্ষোভে সামিল হয় ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিন স্কুল ছুটির পর বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে ধর্নায় বসে পড়ে তারা।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক স্বল্পতার সমস্যা চলছে। অভিযোগ, সেই সমস্যার সমাধান না করেই শিক্ষা দপ্তর একের পর এক শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করছে। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রুপালি দত্তকে বদলি করা হয়। পাশাপাশি কয়েক মাস আগে ডেপুটেশনে আসা শিক্ষক সুমন সাহাকেও অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ জারি হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী মঙ্গলবারই ছিল ওই বিদ্যালয়ে তাঁর শেষ কর্মদিবস।

এই খবর জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা। বিকেলে তারা শিক্ষক সুমন সাহাকে বিদ্যালয়ের ভিতরে রেখেই মূল ফটকে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে এবং শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ধর্নায় বসে।

অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয়ের একাংশ অভিভাবক ডুকলী বিদ্যালয় পরিদর্শক পঞ্চমোহন জমাতিয়ার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

বিক্ষোভরত ছাত্র-ছাত্রীরা সংবাদমাধ্যমকে জানায়, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে তাদের পড়াশোনা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকা সত্ত্বেও বারবার শিক্ষক বদলি করে দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, দ্রুত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ না করা হলে অনেকেই এই বিদ্যালয় ছেড়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হতে বাধ্য হবে।

অভিভাবকদের একাংশও ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, শিক্ষক সংকটের কারণেই সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে সরকারি বিদ্যালয়ের উপর আস্থা হারাচ্ছেন এবং সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন। তাদের অভিযোগ, এই পরিস্থিতির জন্য শিক্ষা দপ্তরের দায়সারা মনোভাবই দায়ী।

এদিকে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা দ্রুত শিক্ষক স্বল্পতার সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। এখন দেখার বিষয়, শিক্ষা দপ্তর এই সমস্যার সমাধানে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আইপিএলকে কেন্দ্র করে শান্তিরবাজারে জুয়ার রমরমা, উদ্বেগে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ মে: আইপিএল ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় অবাধে জুয়ার আসর বসছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, এক ফোনকলের মাধ্যমেই লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন চলছে এবং এই জুয়ার ফাঁদে পড়ে বহু যুবক সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছেন।

অভিযোগ, শান্তিরবাজার শহর ছাড়াও বাইখোড়া ও জোলাইবাড়ী এলাকায় মিষ্টির দোকান, কাঁসা-পিতলের দোকান, পান দোকানসহ বিভিন্ন স্থানে আইপিএল কেন্দ্রিক জুয়ার আসর বসছে। প্রতিদিন রাতভর এই অবৈধ কার্যকলাপ চললেও প্রশাসনের তরফে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না বলে দাবি স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, কিছু অসাধু পুলিশ কর্মী জুয়ার সঙ্গে জড়িতদের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করে এই অবৈধ ব্যবসাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বিশেষ করে শান্তিরবাজার থানার ডিআইবি বিভাগের এক কর্মী মানিকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, ওই কর্মী জুয়াড়িদের পাশাপাশি কিছু অবৈধ মদ ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও মাসোহারা আদায় করেন। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মী বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, অবৈধ জুয়া ও মদের প্রভাবে যুব সমাজ ধীরে ধীরে বিপথে চালিত হচ্ছে। তাই দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এখন দেখার, আইপিএলকে কেন্দ্র করে চলা এই অবৈধ জুয়ার বিরুদ্ধে প্রশাসন কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বর্ধিত সভা

সুভাষনগর বিদ্যালয়ে এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে মাদকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি

আগরতলা, ১২ মে: সুভাষনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে মঙ্গলবার একটি কমিউনিটি ভিত্তিক মাদকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সমাজে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ, সচেতন ও দায়িত্বশীল সমাজ গড়ে তোলাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের অভিভাবকবৃন্দ, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এসএমসি) সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে কর্মসূচিটি তাৎপর্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের মূল বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার রাজু রায়। তিনি তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্যে মাদক ও মাদকাসক্তির ভয়াবহ দিকগুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কৌতূহল, ভুল বন্ধুসঙ্গ, মানসিক চাপ, পারিবারিক অবহেলা এবং সামাজিক প্রভাবের কারণে কিশোর-কিশোরীরা সহজেই মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তিনি আরও জানান, মাদকাসক্তি শুধু একজন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না, বরং শিক্ষাজীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যৎ জীবনকেও গভীরভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। পাশাপাশি এই সমস্যা প্রতিরোধে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের সম্মিলিত ভূমিকার গুরুত্বের উপরও জোর দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা অর্পিতা সাহা এবং লক্ষ্মী দে মিত্র-ও বক্তব্য রাখেন। তাঁরা সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিতে ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা রমা দেবনাথ মগ। তিনি এনএসএস ইউনিটের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে সকলকে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। সচেতনতা, ঐক্য এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের বার্তা বহন করে অনুষ্ঠানটির সফল সমাপ্তি ঘটে।

দক্ষিণ পাড় থেকেই সোনামুড়ায় বামেদের 'শূন্যের খাতা' খুলবে : দাবি বিজেপি নেতৃত্বের

সোনামুড়া, ১২ মে : রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার থাকা সত্ত্বেও সোনামুড়া মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে এখনো বামেদের দখলে রয়েছে ২২ সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্র। তবে আগামী ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকেই বামেদের 'শূন্যের খাতা' খোলা শুরু হবে বলে দাবি করল বিজেপি নেতৃত্ব।

মঙ্গলবার বিজেপি বাইশ সোনামুড়া মন্ডলের উদ্যোগে কালাপানিয়া, সোনাপুর, শোভাপুর, শ্রীমন্তপুর ও রবীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে এক বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়।

মিছিল শেষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি মন্ডল সভাপতি শুভ্রজিৎ দাস বলেন, "২২ সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ৫১টি বুথের মধ্যে গোমতী নদীর দক্ষিণ পাড়ের ভোটারদের সমর্থনেই বারবার জয়ী হয়েছেন বাম বিধায়ক। কিন্তু বর্তমানে সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছেন যে দীর্ঘদিন ভোট পেলেও ওই অঞ্চলের সংখ্যালঘু মানুষের জন্য সিপিএম কার্যত কিছুই করেনি।"

তিনি আরও বলেন, "বিধানসভায় প্রতিনিধি না থাকলেও গ্রাম সরকারের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সুবিধা পাচ্ছেন। এতে সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করেছেন প্রকৃত উন্নয়ন কারা করছে। আজকের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিজয় উল্লাসই তার প্রমাণ।"

এদিনের বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণ অংশের প্রাক্তন জেলা সভাপতি রতন দাস, মন্ডল সহ-সভাপতি ঝুটন রায়, মোমিন মিয়া সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।

রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনারের সূচনা

কৈলাসহর, ১২ মে: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়-এ মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো দুই দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনার। কলেজের ইতিহাস বিভাগ ও অর্থনীতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কলেজের ১৮ নম্বর কক্ষে। আগামী ১৩ মে পর্যন্ত চলবে এই সেমিনার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অজিত বর্মন, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সুপর্না রায়, চন্ডীপুর ব্লকের বিডিও দেবপ্রিয়া দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ সুপর্না রায় বর্তমান ভারতীয় সমাজে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারত বর্তমানে এক পরিবর্তনশীল সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। যদিও এখনও নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু বৈষম্য বিদ্যমান, তবে সেই ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে আসছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখা যাচ্ছে, যা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। এর পেছনে পরিবারের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। স্বাধীনতার পর থেকে নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে বলে জানান অধ্যাপিকা।

ভারতের ইতিহাসে নারীদের গৌরবময় ভূমিকার প্রসঙ্গ টেনে ডঃ রায় বলেন, বৈদিক যুগে গার্গী ও অপালার মতো জ্ঞানী নারীরা সমাজে সম্মানজনক অবস্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁরা শিক্ষালাভ, বেদ অধ্যয়ন এবং সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। পরবর্তী সময়ে নানা সামাজিক পরিবর্তন ও বিদেশি আক্রমণের ফলে নারীদের অবস্থানে প্রভাব পড়লেও বহু নারী নেতৃত্ব সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। তিনি মহারানী আহিল্যাবাই হোলকার-এর উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, প্রায় তিনশো বছর আগেই তিনি নারী ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন: খসড়া ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে: ভিলেজ কমিটির সাধারণ নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্য রাজ্যের ৫২টি ব্লকে ১,৫৪০টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে মনু ব্লকে।

এই ব্লকে ৮৭টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। ৮১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে জম্পুইজলা ব্লকে। রাজনগর এবং ভারতচন্দ্রনগর ব্লকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ২টি করে। ৩টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে কালাছড়া ব্লকে।

ত্রিপুরায় জাইকা মিশনের মাঠপর্যায়ে পর্যালোচনা জীবিকা ও পরিবেশ পুনরুদ্ধার প্রকল্পে জোর

আগরতলা, ১২ মে : ত্রিপুরায় চলমান জাইকা সহায়তাপ্রাপ্ত "এসসিএটিএফওআরএম" প্রকল্পের আওতায় সম্প্রদায়ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়ন ও পরিবেশ পুনরুদ্ধারমূলক কার্যক্রম পর্যালোচনায় তিনদিনের সফরে এসেছে জাইকা ইন্ডিয়া মিশনের প্রতিনিধি দল। ১১ থেকে ১৩ মে পর্যন্ত চলা এই সফরে সোমবার আগরতলায় প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান প্রকল্পের সিইও ও প্রজেক্ট ডিরেক্টর স্মতি বানুমতী জি, আইএফএস। প্রতিনিধিদলে রয়েছেন জাইকা ইন্ডিয়ার প্রজেক্ট ফর্মুলেশন অ্যাডভাইজার মিস ইটো ফুমি এবং ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট মিস নিষ্ঠা ভেঙ্গুরলেকর।

সফরকালে প্রতিনিধিদল রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে এসসিএটিএফওআরএম প্রকল্পের বিভিন্ন চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বনমন্ত্রী বন ও বননির্ভর জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জাইকার সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান এবং ব্যাপক সচেতনতা প্রচারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জাইকা মিশন গোমতী ও সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি -র সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। গোমতী জেলার কিল্লা আরএমইউ এলাকায় ওমলাক ও নহরমবাড়াল জেএফএমসি-র সদস্যদের সঙ্গে প্রতিনিধিদল আলোচনা করে এবং বিভিন্ন প্ল্যান্টেশন এলাকা পরিদর্শন করে। পাশাপাশি মডেল-১ চেক ড্যাম পরিদর্শন ও পোনা মাছ অবমুক্তকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা।

এছাড়াও কিল্লা আরএমইউ-র অধীনে ৫টি জেএফএমসি ও ১২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে নিয়ে গড়ে ওঠা মধুচাষ ক্লাস্টারও পরিদর্শন করা হয়, যেখানে প্রায় ২০০ জন উপভোক্তা যুক্ত রয়েছেন। এদিন উপভোক্তাদের মধ্যে মৌচাষের বাক্স বিতরণ করা হয় এবং মধুচাষভিত্তিক জীবিকায় যুক্ত পরিবারগুলির সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রতিনিধিরা।

প্রতিনিধিদল সানলাইট স্বনির্ভর গোষ্ঠীর শূকর পালন প্রকল্প এবং মাম্থাক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মৎস্যচাষভিত্তিক জীবিকা কার্যক্রমও ঘুরে দেখেন।

পরবর্তীতে সিপাহীজলা জেলার মেলাঘর আরএমইউ-র অন্তর্গত ইন্দুরিয়া বিট এলাকায় নির্মিত মডেল-৩ আরসিসি চেক ড্যাম এবং চরিলাম আরএমইউ-র অধীনে গড়ে ওঠা মাশরুম ক্লাস্টার পরিদর্শন করেন জাইকা মিশনের সদস্যরা।

এদিকে, ত্রিপুরার পিসিসিএফ ও এইচওএফএফ শ্রী আর কে সমল, আইএফএস-এর উপস্থিতিতে সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় জাইকা প্রকল্পের অধীনে একটি সুভেনির শপের উদ্বোধন করা হয়।

আগামী বুধবার প্রতিনিধিদল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সুবলসিং বাঁশ ক্লাস্টারের অধীনে বাঁশ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবে। এছাড়া ত্রিপুরা বাঁশ মিশনের সহযোগিতায় উপভোক্তাদের মধ্যে বাঁশের গয়না তৈরির কিট বিতরণ করা হবে। সফরের শেষ দিনে প্রতিনিধিদল পিসিসিএফ ও এইচওএফএফ-এর সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেবে। এরপর তারা নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas